"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"

মূল আরবী ও বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

১৩শ পারা—অমা—ওবারে´য়ো

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও সঙ্কলিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা—১৪।

প্রকাশক—
মিনার কোম্পানী
৫নং হাজী লেন, কলিকাতা—১৪।

আত্ম-কথা

এছলামের মূলগ্রন্থ কোরআন শরীফের তেলাওৎ ও উহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর প্রতি এজন্য ফরজ যে, উহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে মানব কখনই মানব-পদবাচ্য এবং খোদার করুণালাভের অধিকারী হইতে পারে না।

বঙ্গীয় মুছলমান জনসাধারণের মধ্যে কোরআনের শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি, জাতি ও ধর্ম্মের নামে বিগলিতপ্রাণ সুধী সজ্জন ছাড়া তাহা বুঝতে চেষ্টা করেন আর কয়জন? দীনাতিদীন আমরা, অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এহেন অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছি—একমাত্র আল্লার করুণার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া।

ইত্যাগ্রে কোরআনের দু-একখানি পূর্ণ-অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশ-বাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের "উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়" আমাদের অনুবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই;—ইহা আবহমানকালের যে একটী গুরু অভাবের পূরণ, একথা কে অস্বীকার করিবে? দয়াময় আল্লার অনুগ্রহে ভবিষ্যতে ইন্‌শা-আল্লাহ্ এ-কার্য্যে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের, বিশেষতঃ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল হজরত মওলানা হাজী হাফেজ ও কারী শাহ্ মোহাম্মদ আশরফ আলী থানবী এবং সামছোল ওলামা হাফেজ ডেপুটী নজীর আহ্‌মদ ছাহেবের উর্দ্দু তরজমার ভাব, মর্ম্ম ও ধারার এবং কুত্রাপি হজরত মওলানা শাহ রফীউদ্দিন ছাহেবের তরজমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানুষের ভ্রম, ত্রুটী ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব কোন সূক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক ভ্রাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকায় কোনও কিছু ভুল, ত্রুটী বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব। আমরা উচ্চারণ সম্বন্ধে সুহৃদবর্গের মূল্যবান অভিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার একান্তই অভিলাষী।

মাদপুর,
পোঃ, সরিষা, ২৪-পরগণা

বিনীত—
মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

Printed at : Progressive Printers & Binders
11-5, North Range, Park Circus, Calcutta.

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

অমা— ওবার্রেয়ো নাফ্‌ছী, ইন্‌নান্‌নাফ্‌ছা লাআম্‌মা-রাতোম্‌ বেছ্‌ছূ—এ ইল্‌লা-

আর (এমনি) আমি(ও মানুষ) নিজের সম্বন্ধে বলি না যে আমি (ফেরেশ্‌তাদিগের মত) নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক, কারণ (মানব-)স্বভাব ত (মানুষকে) দুষ্কার্য্যের দিকে (সর্ব্বদাই) প্ররোচিত করিতে থাকে কিন্তু

مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

মা-রাহেমা রাব্বী, ইন্‌না রাব্বী গ্বাফ্‌রোর্রাহীম। অক্বা-লাল্‌ মালেকো'-তূনী বেহী—

এই যে আমার পালনকারী নিজের করুণা প্রদর্শন করেন, নিঃসন্দেহ আমার পালনকারী ক্ষমাকারী দয়ালু। (.৫) আর বাদশাহ নির্দ্দেশ দিল যে ইউছফকে আমার দরবারে লইয়া আইস

أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ

আছতাখ্‌লেছ্‌হো লেনাফ্‌ছী, ফালাম্‌মা- কাল্লামাহূ ক্বা-লা ইন্‌নাকাল্‌ য়্যাওম্‌া

আমি উহাকে (আজীজ-মিছরের গোলামী) ছাড়াইয়া খাছ নিজের (কাজের) জন্য রাখিব, অনন্তর যখন ইউছফের সহিত কথাবার্ত্তা করিল (তখন বাদশাহ ইউছফের গুণাবলী জানিতে ও বুঝিতে পারিয়া ইউছফকে) বলিল আজ (হইতে) তুমি

لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي

লাদায়্‌না- মাকীনোন্‌ আমীন। ক্বা-লাজ্‌আল্‌নী আলা-খাযা—এনেল্‌ আর্‌দে, ইন্‌নী

আমার সরকারে অতিশয় সম্মানী (এবং) বিশ্বাসের পাত্র, (ইউছফ) আরজ করিল যে (যদি বাদশাহ নামদার এ-খাকছারের এমনি সম্মান করিয়া থাকেন তবে) আমাকে রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মর্জ্জি করুণ আমি

---

(১৫) ذلك ليعلم "জা-বেকা লেয়্যা'-লাম।" হইতে ان ربى غفوررحيم "ইন্‌না রাব্বী গ্বফূরোর্রাহীম" পর্য্যন্ত সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের মধ্যে এই মতভেদ রহিয়াছে যে, ইহা কাহার সম্বন্ধীয় কথা। অধিকাংশের মতে—হজরত ইউছফ সম্বন্ধীয় কথা। আমিও (অর্থাৎ অনুবাদকারীও) হজরত ইউছফ সম্বন্ধীয় কথার অনুযায়ী অনুবাদ করিয়াছি। আর কেহ কেহ বলেন, ইহা জোলায়খা সম্বন্ধীয় কথা। পুনশ্চ ভাষ্যকারগণের মধ্যে একটী পরোক্ষ মতভেদ ইহাও রহিয়াছে যে, 'লেয়্যা-লাম।' শব্দটীর কর্ত্তা কে? কেহ কেহ বলেন—ইউছফ, কেহ কেহ বলেন আজিজ-মিছর। ইহারা ما ابرئ نفسى "মা- ওবার্রেয়ো নাফছী"কে পাপের এক এই স্বীকারোক্তি মনে করেন যে, "হজরত ইউছফের দ্বারা একটী কদর্য্য অভিপ্রায় পরিস্ফূট হইয়াছে—যদিও কুকার্য্য হইয়া উঠে নাই। অথচ এই কদর্য্য অভিপ্রায় পরিস্ফুট হওয়াও হজরত ইউছফের পদ-মর্য্যাদার পক্ষে নিতান্তই অশোভনীয়; কারণ তিনি পয়গাম্বর-পুত্র এবং পয়গাম্বর ছিলেন।" কাজেই ইঁহারা এই প্রকার মর্ম্ম বর্ণনা করেন যে, জোলায়খা স্বীকার করিয়াছে যে, "আমার কেবল ইচ্ছা জাগিয়াছিল, কিন্তু (আমার স্বামী) আজীজ জানিয়া রাখুক যে, কুকার্য্য সঙ্ঘটিত হয় নাই। কিম্বা এই যে, ইউছফ জানিয়া রাখুক যে, আমি উহার [illegible]রাগারে নীত হওয়ার পশ্চাতে উহার অজ্ঞাতে উহার প্রতি কোনও অপকার করি নাই।

حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ

হাফীজোন্ আলীম। অকাজা-লেকা মাক্কানুনা- লেইউছোফা ফেল্-আর্‌দে,

(রাজস্বের) রক্ষণাবেক্ষণও সঠিকভাবে করিতে পারে (এবং হিসাব-নিকাশেও) আমি বিশেষরূপ অভিজ্ঞ (ফল কথা, ইউছফ বাদশাহের অর্থ-সচীব পদে নিযুক্ত হইল)। আর এই প্রকারে আমি ইউছফকে (মিছর) রাজ্যে স্থান করিলাম,

يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ط نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا

য়্যাতাবাওঅয়ো মেন্‌হা- হায়ছো য়্যাশা—য়ো, নোছীবো বেরাহ্‌মাতেনা-

তথায় যদৃচ্ছা বসবাস করিতে, আমি নিজের করুণা পৌঁছাইয়া দিয়া থাকি

مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ

মান্ নাশা—য়ো অলা- নোদীয়ো আজ্‌রাল্ মোহ্‌ছেনীন। অলাআজ্‌রোল্ আখেরাতে

যাহার প্রতি ইচ্ছা আর আমি পুণ্যাত্মাদিগের পুণ্যফলকে (পার্থিব জগতেও) নিষ্ফল হইতে দিই না। আর পরকালের পুণ্যফল

خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ

ع ৭/১ রুকু

খায়রোল্ লেল্লাজীনা আ-মানূ অকা-নূ য়্যাত্তাকূন। ع অজা—আ এখ্‌অতো ইউছোফা

(তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষাও) উত্তম যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পরহেজগারী করিতে থকে। আর (যেহেতু সে বৎসর কেন্‌আনের সমুদয় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল তজ্জন্য) ইউছফের (বিমাতা) ভ্রাতারা (শস্য ক্রয়ার্থ মিছরে) আসিয়াছিল

فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ

ফাদাখালূ আলায়্‌হে ফাআরাফাহুম্ অহুম্ লাহূ মোন্‌কেরূন। অলাম্মা-জাহ্‌হায হুম্

এবং ইউছফের নিকট গিয়াছিল তখন ইউছফ উহাদিগকে (দেখিবামাত্রই) চিনিতে পারিয়াছিল এবং উহারা ইউছফকে চিনিতে পারে নাই। আর যখন ইউছফ ভ্রাতাগণের (শস্যের) ছামান

بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ

বেজাহা-যেহিম্ কা-লা'-তূনী বেআখেল্লাকুম মেন্ আবীকুম, আলা- তারাওনা

তাহাদের জন্য ঠিক করিয়া দিল তখন (তাহাদিগকে বলিল যে (আগামী বারে যখন আসিবে তখন) তোমাদের বিমাতা ভাই (বেন্-ইয়ামীন)কে (যাহাকে তোমরা গৃহে রাখিয়া আসিয়াছ নিজেদের সঙ্গে) লইয়া আসিও, তোমরা কি দেখিতেছ না যে

أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ

আন্নী— উফেল্-কায়্লা অআনা- খায়্রোল্ মোন্যেলীন। ফাইঁল্লাম্ তা'-তূনী বেহী

আমি মাপ ও পুরাপুরি দিতেছি এবং আমি (সকলের অপেক্ষা) উত্তম অতিথিসেবী। অতএব যদি তোমরা তাহাকে (অর্থাৎ বেন্-ইয়ামীনকে) আমার কাছে না লইয়া আইস

فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ۝ قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ

ফালা- কায়্লা লাকুম্ এন্দী অলা- তাক্রাবুন। ক্বা-লূ ছানোযা-ভেদো আন্হো

তাহা হইলে (জানিয়া রাখিও যে,) আমার নিকট (হইতে) তোমাদের শস্য (পাইবার আশা) নাই এবং (তদবস্থায়) তোমরা কাছে আসিও (ও) না। (১৬) উহারা বলিল আমরা (বাড়ী) পৌছিবার সাথে সাথেই তাহার সম্বন্ধে আরজ করিব

أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ۝ وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ

আবা-হো অইন্না- লাফা-এলুন। অক্বা-লা লেফেৎয়্যা-নেহেজ্আলূ বেদা-আতাহুম্

তাহার পিতার কাছে আর আমরা (তাহার আনিবার) নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত করিব। আর ইউছফ নিজের চাকরদিগকে হুকুম করিল যে ইহাদের (জমা) পুঁজি (যাহার বিনিময়ে ইহারা শস্য ক্রয় করিয়াছে) রাখিয়া দাও

فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ

ফী রেহা-লেহিম্ লাআল্লাহুম্ য়্যা'-রেফূনাহা— এজান্ক্বালাবূ— এলা—আহ্লেহিম্

ইহাদের বস্তাগুলির মধ্যে যাহাতে যখন ইহারা ইহাদের নিজের লোকের দিকে ফিরিয়া যাইবে তখন নিজেদের পুঁজি চিনিতে পারে

(১৬) হজরত ইউছফ বাদশাহের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যদ্রূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী সারা দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হজরত ইউছফ মিছরে এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য মওজুদ করিয়া রাখিয়া ছিলেন এবং বাদশাহের পক্ষ হইতে নিজের তত্ত্বাবধানে ঐ শস্য বিক্রয় করিতেন। কিন্তু ক্রেতাগণকে তাঁহাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত শস্য এ-জন্য দিতেন না কি জানি তাহারা উহা মওজুদ করিয়া রাখে কিম্বা উহার ব্যবসায় করে। এ-সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়ায় হজরত ইউছফের ভ্রাতাগণ নিজ বাড়ী 'কেন্আন' হইতে শস্য ক্রয়ার্থ মিছরে আগমন করে। ইহাদের (অর্থাৎ হজরত ইউছফের ভ্রাতাদের) হজরত ইউছফের কাছে যাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। হজরত ইউছফ ভ্রাতাদের আবশ্যক সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য তাহাদের (অর্থাৎ হজরত ইউছফের ভ্রাতাদের) সাংসারিক অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করতঃ জানিতে পারেন যে, উহাদের বেন্-ইয়ামীন নামক একটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাড়ীতে রহিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে হজরত ইউছফের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল যে, ভ্রাতার নাম করিয়া তাহারও হিস্যা শস্য ইহারা লইয়া যাইবে না ত ! এইজন্য হজরত ইউছফ ভ্রাতাগণকে তাকিদভাবে নির্দ্দেশ করেন যে, আগামী বারে সেই ভাইকেও সঙ্গে লইয়া আসিবে—যাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছ।

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰى اَبِيْهِمْ قَالُوْا

লাআল্লাহুম্ য়্যার্জেঊন। ফালাম্মা- রাজাউ— এলা— আবীহিম্ ক্বা-লূ

অসম্ভব নহে যে ইহারা পুনরায় (শস্য লইতে) আইসে। অতঃপর যখন (উহারা) উহাদের পিতার কাছে ফিরিয়া গেল তখন (তাহার কাছে) বলিল

يٰاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا

ইয়্যা—আবা-না মোনেআ মেন্নাল্-কায়্‌লো ফাআর্‌ছেল্ মাআনা— আখা-না-

হে পিতঃ! (আগামীর জন্য) আমাদিগকে শস্যের বিষয়ে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে অতএব আপনি আমাদের ভ্রাতা(বেন্-ইয়ামীন)কে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিন

نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا

নাক্‌তাল্ অইন্না- লাহূ লাহা-ফেজূন। ক্বা-লা হাল্ আ-মানোকুম্ আলায়্‌হে ইল্লা-

যাহাতে আমরা (পুনরায়) শস্য লইয়া আসি আর আমরা উহার (অর্থাৎ বেন্-ইয়ামীনের) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী রহিলাম। (পিতা) বলিল যে আমি ত ইহার সম্বন্ধে তোমাদের বিশ্বাস করিনা কিন্তু (অবশ্য)

كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ط فَاللّٰهُ خَيْرٌ

কামা— আমেন্তোকুম্ আলা— আখীহে মেন্ ক্বাব্‌লো, ফাল্লা-হো খায়্‌রোন্

তদ্রূপই যদ্রূপ বিশ্বাস আমি তোমাদিগকে ইহার (অর্থাৎ বেন্-ইয়ামীনের) ভ্রাতার (অর্থাৎ ইউছফের) সম্বন্ধে অগ্রে করিয়াছিলাম, অপিচ আল্লাহ, (তাহার অর্থাৎ ইউছফের সর্ব্বাপেক্ষা) উত্তম

حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ

হা ফেজাঙ—অহোঅ আর্‌হামোর্রা-হেমীন। অলাম্মা- ফাতাহূ মাতা-আহুম্

নেগাবান, আর তিনি সকল দয়াবান অপেক্ষা অধিকতর দয়াবান। আর যখন উহারা উহাদের আছবাবপত্র খুলিল

وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ط قَالُوْا يٰاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ط

অজাদূ বেদা-আতাহুম্ রোদ্দাৎ এলায়্‌হিম, ক্বালূ ইয়্যা—আবা-না- মা- নাব্‌গী,

তখন দেখিতে পাইল যে উহাদের (জমা) পুঁজি উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, (পুঁজি দৃষ্টে সকলে পিতার সহিত) বলিল যে হে পিতঃ! আমাদের (আর) কি চাই,

هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ

হা-জেহী বেদা-আতোনা রোদ্দাৎ এলায়্‌না-, অনামীরো আহ্‌লানা- অনাহ্‌ফাজো

এই ত আমাদের (জমা) পুঁজি (পর্য্যন্তও) আমাদিগকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, (এক্ষণ আমাদিগকে অনুমতি দিন যে আমরা এবার বেন্-ইয়ামিনকে সঙ্গে লইয়া যাই) আর আমাদের লোকদিগের জন্য রসদ লইয়া আইসি আর আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করিব

أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۝ قَالَ

আখা-না অনায্‌দা-দো কায়্‌লা বায়ীরেন্‌, জা-লেকা কায়্‌লোই-য়্যাছীর ক্বা-লা

আমাদের ভ্রাতার (অর্থাৎ বেন্‌-ইয়ামীনের আর (উহার হিস্যার) এক উটের বোঝা শস্য (অধিক) লইয়া আসিব, এই শস্য (যাহা এবারে আমারা লইয়া আসিয়াছি তাহা) সামান্যই। (পিতা) কহিল

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي

লান্‌ ওর্‌ছেলাহু মাআকুম্‌ হাৎতা- তো'-তূনে মাওছেক্কাম্‌ মেনাল্লা-হে লাতা'-তোন্‌নানী

আমি ত উহাকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাইব না, যে পর্য্যন্ত (না) তোমরা আল্লার কছম খাইয়া আমাকে শরিপক্ক কথা দিবে যে তোমরা নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরাইয়া আনিবে

بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ

বেহী— ইল্লা— আই-ইয়োহা-তা বেকুম, ফালাম্মা— আ-তাওহো মাওছেক্কাহুম্‌

উহাকে কিন্তু এই যে তোমরা সকলে বেষ্টিত হও (ত কি করিব নাচারী), অতঃপর যখন উহারা পিতাকে উহাদের পরিপক্ক ওয়াদা দিল

قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا

ক্বা-লাল্লা-হো আলা- মা- নাকুলো অকীল। অক্বা-লা ইয়্যা-বানীয়্যা লা- তাদ্‌খোলু

(তখন পিতা) বলিল যে (এই) কওল (ও কারার) যাহা আমরা (আপোষে) করিতেছি আল্লাহ্‌ ইহার সাক্ষী। আর (যাত্রাকালে পিতা উহাদিগকে) উপদেশ দিল যে, হে পুত্রগণ! (সাবধান!) তোমরা প্রবেশ করিও না

مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا

মেম্‌ বা-বেণ্‌ ওয়া-হেদেণ্‌ অদ্‌খোলু মেন আব্‌ওয়া-বেম্‌ মোতাফার্‌রেক্বাহ্‌, অমা—

(সকলে মিলিয়া) এক দ্বার দিয়া (কারণ বদ নজর লাগিয়া যাইতে পারে) বরং তোমরা পৃথক পৃথক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে, আর

أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ

ওগ্‌নী আনকুম্‌ মেনাল্লা-হে মেন্‌ শায়্‌এন এনেল হোক্‌মো ইল্লা- লেল্লা-হ্‌,

আমি (এই সতর্কীকরণ দ্বারা) আল্লার হুকুমকে ত তোমাদের উপর হইতে একটুও সরাইতে পারি না, হুকুম ত কেবল মাত্র আল্লারই (চলিতে) রহিয়াছে,

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

আলায়্‌হে তাঅক্‌কাল্‌তো অআলায়্‌হে ফাল্‌য়্যাতাঅক্‌কালেল্‌ মোতাঅক্‌কেলুন।

আমি তাঁহারই ভরসা করিয়াছি, আর (সমস্ত) ভরসাকারীদিগের উচিত যে তাঁহারই উপর ভরসা করে।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ط مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

অলাম্মা-দাখালু মেন্ হায়্ছো আমারাহুম্ আবূহুম, মা- কা--না ইয়োগ্নী আন্হুম্
আর যখন উহারা (সেই ভাবেই উহাদের পিতা উহাদের পিতা উহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল (মিছরে) প্রবেশ করিল, তখন উহাদের কাজে আসিত না

مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ط

মেনাল্লা-হে মেন্ শায়্এন ইল্লা- হা-জ্বাতান ফী নাফ্ছেয়্যা'-ক্বুবা ক্বাদা-হা-,
(এই সাবধানতা) আল্লার (হুকুমের) বিরুদ্ধে কিছুই কিন্তু (উহা) ইয়াকুবের মনের একটা ভয় ছিল যাহাকে ইয়াকুব (এই ভাবে প্রকাশ) করিয়া বলিল,

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

অইন্নাহূ লাজূ এল্মেল্ লেমা- আল্লাম্না-হো অলা-কেন্না আক্ছারা ন্না-ছে
আর ইহাতে সন্দেহ নাই যে ইয়াকুব আমি উহাকে যে শিক্ষা দিয়াছিলাম তাহাতে (ইয়াকুব এমনি এক) এক এলেম রাখিত (যাহা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়) কিন্তু অধিকাংশ লোক

لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ

লা- য়্যা'-লামূন। ৃ অলাম্মা- দাখালু আলা- ইউছোফা আ-ওয়া— এলায়্হে
(এ-ভেদ) অবগত নহে। (১৭) আর যখন (উহারা পুনরায়) ইউছফের নিকটে গেল তখন বসাইল ইউছফ নিজের কাছে

ع ৮/২ রুকু

أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

আখা-হো ক্বা-লা ইন্নী— আনা- আখূকা ফালা- তাব্তা ছ্ বেমা- কা-নূ য়্যা'-মালুন।
নিজের (সহোদর) ভ্রাতা(বেন্-ইয়ামীন)কে (এবং চুপে চুপে তাহাকে) বলিল যে আমি তোমার ভ্রাতা (অর্থাৎ ইউছফ) অতএব (ইহারা তোমার সাথে) যাহা (অর্থাৎ যে দুর্ব্ব্যবহার) করিতে রহিয়াছে তাহাতে তুমি মনোকষ্ট করিও না।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ

ফালাম্মা- জ্বাহ্হাযাহুম্ বেজ্বাহা-যেহিম্ জ্বাআলাছ্ছেকা-য়্যাতা ফী রাহ্লে আখীহে
তৎপর যখন (ইউছফ) ভ্রাতাগণকে তাহাদের (শস্য-) পাত্রগুলি পরপর পৌঁছাইয়া দিল তখন নিজের ভ্রাতা (অর্থাৎ বেন্-ইয়ামীনের) বস্তার মধ্যে (সেই) পানি পান করিবার পাত্রটী (লোক দ্বারা) রাখিয়া দিল

(১৭) আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার দরুণ হজরত ইয়াকুবের অন্তঃকরণে ভবিষ্যৎ ঘটনার ছাপ লাগিয়াছিল এবং তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, এই ছফরেও তাঁহার পুত্র ছহী-ছালামতে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয় না, এই কারণেই তিনি বেন্-ইয়ামীনকে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিয়া ছিলেন। এবং পুত্রগণকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তোমরা সকলেই একসাথে একদ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না। কিন্তু আল্লার হুকুমের সম্মুখে কাহারও সতর্কতা কি কাজে আইসে? ফলতঃ যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিয়াছিল। উহার বিবরণ আগে আসিতেছে।

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۝

ছোম্মা আজ্জানা মোআজ্জেনোন্ আয়্য়্যাতোহাল্-য়ীরো ইন্নাকুম্ লাছা-রেকুন।

তৎপর জনৈক কথক উচ্চকণ্ঠে বলিল যে হে কাফেলা ওয়ালাগণ! নিশ্চয়ই তোমরা চোর।

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ۝ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ

কা-লূ অআক্‌বালূ আলায়হিম্ মা-জা- তাফ্‌কেদূন। কালূ নাফ্‌কেদো ছেওয়া-আল্

উহারা (তখন) তাহাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তোমাদের কোন্ জিনিষ খোয়া গিয়াছে। তাহারা বলিল আমরা পাইতেছি না শাহী

الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝ قَالُوا

মালেকে অলেমান্ জ্বা—আ বেহী হেম্‌লো বায়ীরেঙ্, অআনা- বেহী যায়ীম। কা-লূ

মাপ- পাত্রটী (১৮) আর যে ব্যক্তি ঐ পাত্রটী লইয়া আসিতে পারিবে তাহাকে এক উষ্ট্র বোঝাই (শস্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে) এবং আমি তাহার জামীন (রহিলাম)। (এ-কথা শুনিয়া উহারা) বলিল যে

تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا

তাল্লা-হে লাকাদ্ আলেম্‌তুম্ মা- জ্বে'-না- লেনোফ্‌ছেদা ফেল্-আর্‌দে অমা-

আল্লার কছম তোমরা ত নিশ্চয়ই জান যে আমরা (তোমাদের) দেশে কলহ করার উদ্দেশ্যে আগমন করি নাই আর নয়

كُنَّا سَارِقِينَ ۝ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۝ قَالُوا

কোন্না- ছা-রেকীন। কা-লূ ফামা- জ্বাযা—য়োহূ— ইন্ কোন্তুম্ কা-জেবীন। কা-লূ

চুরি আমাদের পেশা(ও)। (তখন মাপ-পাত্রের অন্বেষণকারীগণ) বলিল যদি তোমরা মিথ্যুক সাব্যস্ত হও তদবস্থায় চোরের কি শাস্তি? উহারা বলিল

جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ

জ্বাযা—য়োহূ মাঙ্ ভোজ্জেদা ফী রাহ্‌লেহী ফাহোওয়া জ্বাযা—য়োহূ, কাজা-লেকা

চোরের শাস্তি এই যে যাহার বস্তা হইতে পাত্রটী বাহির হইবে সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের শাস্তি (অর্থাৎ পাত্রটীর বদলে তাহাকে বাদশাহের গোলাম হইতে হইবে), এই ভাবে

(১৮) হজরত ইউছফ যে পাত্র করিয়া পানি পান করিতেন, তাহাই ছিল তাঁহার শস্য-মাপের পাত্র। নিজের পানি পান-পাত্রকে শস্য-মাপের পাত্র করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দুর্ভিক্ষগ্রস্তদিগকে সম্মান সহকারে শস্য প্রদান করা হয়। আর যেহেতু হজরত ইউছফ শস্য-বন্টনকার্য্য বাদশাহের পক্ষ হইতে বাদশাহের নামকরণে করিতেন, তজ্জন্য সেই মাপ-পাত্রটী "[illegible]হী মাপ-পাত্র" আখ্যায় আখ্যাত ছিল।

نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ○ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ

নাজ্‌যেজ্‌জা-লেমীন। ফাবাদাআ বেআও‌য়েয়্যাতেহিম্‌ ক্বাব্‌লা ভেআ—এ আখীহে
আমরা ত (আমাদের এখানে) জালেম (অর্থাৎ চোর) দিগের শাস্তি দিয়া থাকি। তখন (ইউছফ)
আর আর ভ্রাতাগণের বস্তাগুলির তল্লাশী শুরু করাইল তদীয় ভ্রাতার (অর্থাৎ
বেন্‌-ইয়ামীনের) বস্তার অগ্রে

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ط كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ط

ছোম্মাছতাখরাজাহা- মেঙ্‌ ভেআ—এ আখীহে, কাজা-লেকা কেদ্‌না- লেইউছোফা,
তৎপর (অর্থাৎ সকলের বস্তা তল্লাশ অন্তে) নিজের ভ্রাতার (অর্থাৎ বেন্‌-ইয়ামীনের) বস্তা হইতে
মাপ-পাত্রটী বাহির করিল, এইভাবে আমি ইউছফকে তদ্‌বীর শিখাইয়া দিলাম,

مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط

মা- কা-না লেয়্যা'-খোজা আখা-হো ফী দীনেল্‌-মা-লেকে ইল্লা--- আই-য়্যাশা---আল্লা-হো
(নতুবা মিছরের) বাদশাহের আইনের দিক দিয়া (ইউছফ) নিজের ভ্রাতা (বেন্‌-ইয়ামীন) কে
আটকাইতে পারিত না কিন্তু এই যে (যদি) আল্লার মঞ্জুর হইত,

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ○

নারফায়ো দারাজা-তেম্‌ মান্‌ নাশা---য়ো, অফাও‌ক্বা কুল্লে জী এল্‌মেন্‌ আলীম।
আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার পদ-মর্য্যাদা উচ্চ করিয়া দিয়া থাকি, আর (দুনিয়াতে) প্রত্যেক
জ্ঞাতা অপেক্ষা (অন্য) শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা (মওজুদ) রহিয়াছে।

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ج فَاَسَرَّهَا

ক্বা-লূ--- এই-য়্যাছ্‌রেক্‌ ফাক্বাদ্‌ ছারাক্বা আখোল্‌ লাহু মেন্‌ ক্বাব্‌লো, ফাআছার্‌রাহা
(বেন্‌-ইয়ামীনের বস্তা হইতে যখন মাপ-পাত্রটী বাহির হইয়া পড়িল তখন ভ্রাতাগণ) বলিল যে যদি
(বেন্‌-ইয়ামীন) চুরি করিয়া থাকে তাহা হইলে (তাহা তাজ্জবের বিষয় নহে কারণ ইহার) অগ্রে
ইহার (সহোদর) ভ্রাতা (ইউছফ) (ও) চুরি করিয়া চুকিয়াছে, তখন (ইউছফ ইহার
উত্তর দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু) উহা চাপিয়া রাখিয়া দিল

يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ج قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ

এউছোফা ফী নাফ্‌ছেহী অলাম্‌ ইয়োব্‌দেহা- লাহুম্‌, ক্বা-লা আন্তুম্‌ শার্‌রোম্‌
ইউছফ নিজের মনের মধ্যে এবং উহাদের কাছে তাহা প্রকাশ হইতে দিল না, (আর) বলিল

مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا

মাকা-নান, অল্লা-হো আ'-লামো বেমা- তাছেফূন। ক্বা-লূ ইয়্যা—আয়্ইয়্যোহাল্

খারাব (অর্থাৎ খারাপ লোক), আর আল্লাহ্-ই তাহা বিশেষরূপ জানেন যাহা কিছু (ইহার ভ্রাতার চুরির অবস্থা) তোমরা বর্ণনা করিতেছ। (১৯) (ইহার উত্তরে উহারা) বলিল যে হে

الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ

আযীযো ইন্না লাহূ—আবান্ শায়্খান্ কাবীরান্ ফাখোজ্ আহাদানা- মাকা-নাহূ,

আজীজ ইহার (অর্থাৎ এই বেন্-ইয়ামীনের) পিতা অতিশয় বৃদ্ধ (ব্যক্তি আর তাহার ইহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ) অতএব তুমি (দয়াপূর্ব্বক) ইহার স্থলে আমাদের মধ্যের কাহাকেও (তোমার খেদমতের জন্য) রাখিয়া দাও,

اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ

ইন্না- নারা-কা মেনাল্ মোহছেনীন। ক্বা-লা মাআ--জাল্লা-হে আন্ না'-খোজা

আমাদের ত তোমাকে অতিশয় উপকারী লোক (বলিয়া) বোধ হইতেছে। (ইউছফ) বলিল আল্লাহ্ পানাহ্ দিন যে আমরা (অন্য কোন ব্যক্তিকে) আটকাইয়া রাখি

اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۝

ইল্লা- মাঙ্ অজাদ্না- মাতা-আন্- এন্দাহূ—, ইন্না— এজাল্ লাজা-লেমূন। ৫

সেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া যাহার কাছে আমরা আমাদের (খোয়া) জিনিষ পাইয়াছি, যদি আমরা এরূপ করি তাহা হইলে (তদবস্থায়) আমরা (নিতান্তই) জালেম গণ্য হইব।

৫ ৯ ৩ রুকু

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا

ফালাম্মাছতায়্আছু মেন্হো খালাছু নাজ্জীয়্যান, ক্বা-লা কাবীরোহুম্ আলাম্ তা'-লামূ—

ফলকথা যখন (উহারা) ইউছফ হইতে নিরাশ হইয়া গেল (যে এই ব্যক্তি মানিবে না) তখন (আপোষে) যুক্তি ফান্দিবার জন্য (তথা হইতে) পৃথক হইয়া গেল, (অবশেষ) যে ব্যক্তি- (উহাদের) সকলের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলিল (ভ্রাতৃগণ !) তোমাদের কি জানা নাই

(১৯) হজরত ইউছফকে তাঁহার ফুফী প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হজরত ইউছফ বড় হইলে হজরত ইয়াকুব তাঁহাকে লইতে মনস্থ করেন। চতুরা ফুফী তখন কি করিল?—নিজের একটী তাগা হজরত ইউছফের কোমরে বাঁধিয়া দিল এবং হজরত ইউছফের নামে চুরির দোষ চাপাইল। এই ফন্দী করিয়া ফুফী তৎকালের শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হজরত ইউছফকে নিজের কাছ হইতে যাইতে দিল না। ইউছফের ভ্রাতাগণ সম্ভবতঃ এই চুরিরই দিকে ইশারা করিয়া থাকিবে। আর হজরত ইউছফ যে ইহাদিগকে "খানা-খারাব" বলিয়াছেন, উহার মর্ম্ম এই মনে হইতেছে যে নিজেদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভ্রাতাকে ফাঁসাইয়া দেওয়া কঠিনতর বে-মরুয়তী এবং বেঈমানী। আর এই কার্য্য দ্বারা ভ্রাতাগণকে সন্তুষ্টিও ত সম্পূর্ণ রকমের হইত না। অসম্ভব নহে যে, উহারা নিজেরা মাপ-পাত্রটী চুরি করিয়া বেন্-ইয়ামীনের বস্তার মধ্যে দিয়া থাকিবে। উহাদের এক চুরি (অর্থাৎ মাপ-পাত্র চুরি) এখানে ধরা পড়িল এবং আর এক চুরির উহারা নিজেরাই চিহ্ন দিতেছে। অতএব ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উহার বংশ পরম্পরের চোর এবং নিজেরা নিজেদের বংশ পরম্পরার দুর্নাম রটাইতেছে।

أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ

আন্না আবা-কুম্ কাদ্ আখাজা আলায়কুম্ মাওছেকাম্ মেনাল্লা-হে অমেন্ কাব্‌লো
যে তোমাদের পিতা (বেন্-ইয়ামীন সম্বন্ধে) আল্লার কছম লইয়া তোমাদের হইতে পরিপক্ক অঙ্গীকার
লইয়াছেন আর (ইহার) অগ্রে

مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي

মা- ফার্‌রাৎতুম্ ফী ইউছোফা, ফালান্ আব্‌রাহাল্ আর্‌দা হাৎতা য়্যা'-জানা লী—
ইউছফের সম্বন্ধে তোমাদের দ্বারা কি দোষের কাজ হইয়া চুকিয়াছে ? অতএব (ভ্রাতৃগণ ! সে
পর্য্যন্ত) আমি ত এ স্থান হইতে নড়িব না যে পর্য্যন্ত আমাকে
অনুমতি (না) দিতেছেন

أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ ارْجِعُوا

আবী— আও য়্যাহ্‌কোমাল্লা হো লী, অহোঅ খায়রোল্ হা-কেমীন। এর্‌জেউ—
পিতা সাহেব কিম্বা (যে পর্য্যন্ত) আল্লাহ্ আমার জন্য কোন অন্য পথ (না) আবিষ্কার করিতেছেন,
আর আল্লাহ্-ই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিচারকর্ত্তা। (ভ্রাতৃগণ !) তোমরা
(সকলে) ফিরিয়া যাও

إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۖ وَمَا شَهِدْنَا

এলা— আবীকুম্ ফাকূলু ইয়্যা—আবা-না— ইন্নাব্‌নাকা ছারাকা, অমা- শাহেদ্‌না—
তোমাদের পিতার নিকটে এবং (তাঁহার কাছে যাইয়া) আরজ কর যে হে পিতঃ ! আপনার পুত্র
(বেন্-ইয়ামীন) চুরি করিয়াছে, আমরা (আপনার কাছে) সেই বিষয়েই
আরজ করিতেছি

إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝ وَاسْأَلِ

ইল্লা- বেমা- আ'লেম্‌না- অমা- কোন্‌না- লেল্-গায়্‌বে হা-ফেজীন। অছ্‌য়ালেল্
যাহা আমাদের (সুযোগ মত) জানা হইয়াছে আর (সেই যে আমরা বেন্-ইয়ামীনের রক্ষণাবেক্ষণের
জেম্মা গ্রহণ করিয়া ছিলাম তখন কিছুই) আমাদের গায়েবের খবর ত জানা ছিল না
(যে বেন্-ইয়ামীন চুরি করিবে)। আর আপনি জানিয়া লউন

الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ

কারয়্যাতাল্লাতী কোন্‌না- ফী-হা- অল্-য়ীরাল্লাতী— আক্‌বাল্‌না- ফী-হা-,
সেই বস্তী (অর্থাৎ মিসরের লোকদিগের) হইতে যেখানে আমরা ছিলাম আর (সেই) কাফেলা
হইতেও জানিয়া লউন) যাহার মধ্যে আমরা আসিয়াছি,

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا

অইন্না- লাছা-দেকূন। কালা বাল্ ছাওঅলাৎ লাকুম আন্‌ফোছোকুম আম্‌রা-,
আর আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি। (মলকথা যখন ভ্রাতাগণ যাইয়া ইয়াকুবের কাছে এইভাবে বর্ণনা
করিল তচ্ছ্রবণে ইয়াকুব) বলিল (বেন্-ইয়ামীন ত চুরি করে নাই) বরং তোমরা নিজেদের
মন হইতে একটী কথা তৈরী করিয়া আনিয়াছ,

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ

ফাছাব্রোন্ জামীল, আছাল্লা-হো আই-য়্যা'-তেয়্যানী বেহিম্ জামীআ-, ইন্নাহূ

এ অবস্থায় ছবর ও শোকর, (আমার ত) আশা আছে যে আল্লাহ্ আমার সকল পুত্রকে আমার কাছে আনিয়া মওজুদ করিবেন, কেননা তিনি

هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ

হোওয়াল আলীমোল্ হাকীম। অতাঅল্লা- আন্হুম্ অকা-লা ইয়্যা—আছাফা-

সমস্ত ভেদ) জানেন (এবং তিনি) মহিমাময়। আর ইয়াকুব পুত্রগণ(-এর নিকট) হইতে (উঠিয়া) তফাতে যাইয়া বসিল আর (ইউছুফের কথা স্মরণ করিয়া) বলিতে লাগিল—হায়

عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝

আলা- ইউছোফা অব্‌য়্যাদ্‌দাৎ আয়্‌না-হো মেনাল হোয্‌নে ফাহোওয়া কাজীম।

ইউছফ আর (ইয়াকুব সর্ব্বদাই আত্মসম্বরণ করিত কিন্তু) শোকের তীব্রতায় উঁহার উভয় চক্ষু শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল (২০) ফলকথা ইয়াকুব মনে মনেই পুড়িত।

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا

কা-লূ তাল্লা-হে তাফ্‌তায়ো তাজ্‌কোরো ইউছোফা হাৎতা- তাকুনা হারাদান্

(পিতার এ-অবস্থা দর্শনে) পুত্রগণ বলিতে লাগিল আল্লার কছম তুমি ত সর্ব্বদাই ইউছুফেরই খেয়ালে নিমগ্ন থাকিবে এ-পর্য্যন্ত যে (অশ্রু ভাসাইয়া হয়) তুমি অকর্ম্মা হইয়া যাইবে

أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي

আও তাকুনা মেনাল হা-লেকীন। কা-লা ইন্নামা— আশ্‌কূ বাছ্‌ছী অহোয্‌নী

অথবা তুমি হালাক-ই হইয়া যাইবে। (ইয়াকুব) বলিল (আমি ত তোমাদিগকে কিছু বলিতেছি না যে কষ্ট ও দুঃখ আমার রহিয়াছে

إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا

এলাল্লা-হে অআ'-লামো মেনাল্লা-হে মা- লা- তা'-লামূন। ইয়্যা-বানীয়্যাজ্‌হাবূ

তাহার ফরিয়াদ আমি আল্লারই নিকটে করিতেছি আর আল্লারই দিক হইতে আমার (সেই সকল বিষয়) জানা আছে যাহা তোমাদের জানা নাই। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (পুনরায় একবার মিছরে) যাও

فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ

ফাতাহাছ্‌ছাছূ মেন্‌-ইউছোফা অআখীহে অলা- তায়্‌আছূ মের্‌রাও্‌হেল্লা-হ্, ইন্নাহূ

এবং ইউছফ ও তাহার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর আর তোমরা নিরাশ হইও না। আল্লার রহমত হইতে, কেননা

---

(২০) চক্ষুদ্বয়ের শাদা হইয়া যাওয়ার মর্ম্ম এই যে, কাঁদিতে কাঁদিতে হজরত ইয়াকুব অন্ধ প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন।

لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ فَلَمَّا

লা- য়্যায়্আছো মের্রাও্হেল্লা-হে ইল্লাল্ ক্বাওমোল্ কা-ফেরূন। ফালাম্মা-

আল্লার রহমত লইতে (তাহারাই) নিরাশ হইয়া থাকে যাহারা কাফের। (ফলকথা উহাদের কয়েকজন পুনরায় ফিরে গেল) অনন্তর যখন

دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ

দাখালূ আলায়হে ক্বা-লূ ইয়্যা—আয়্ইয়োহাল্ আযীযো মাছ্ছানা- অআহ্লানাদ্দোর্রো

(উহারা তৃতীয়বার) ইউছফের নিকটে উপস্থিত হইল তখন (তথায়) বিনয়-ক্রন্দন শুরু করিয়া দিল যে হে আজীজ! আমাদের এবং আমাদের আহাল (আয়াল)-এর দুর্ভিক্ষের জন্য খুবই) কষ্ট পৌছিতেছে

وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ

অজে'-না- বেবেদা আতেম্ মোয্‌জা-তেম্ ফাআওফে লানাল্ কায়্লা অতাছাদ্দাক্

আর আমরা সামান্যই পুঁজি লইয়া আনিয়াছি অতএব (তুমি) আমাদিগকে পরিপূর্ণ শস্য দেওয়াইয়া দাও আর (দাম লইয়া নহে বরং তোমার নিজের) খয়রাত দান কর

عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ

আলায়না-, ইন্নাল্লা-হা য়্যাজ্যেল্ মোতাছাদ্দেক্বীন। ক্বা-লা হাল্ আলেমতুম্

আমাদিগকে, কারণ আল্লাহ খয়রাতকারীগণকে (উত্তম) ছওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন। (এক্ষণ ইউছফ অধৈর্য্য হইয়া পড়িল এবং) বলিল যে তোমাদের কিছু স্মরণ আছে কি যে

مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ۝ قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ

মা- ফাআল্তুম্ বেইউছোফা অআখীহে এজ্ আন্তুম্ জা-হেলূন। ক্বা-লূ— আইন্নাকা

যখন তোমরা জাহেল ছিলে তখন তোমরা ইউছফ ও তাহার ভ্রাতার (অর্থাৎ বেন্-ইয়ামীনের) সাথে কি ব্যবহার করিয়াছিলে। (তখন) উহারা বলিল প্রকৃতই কি

لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَاۤ اَخِيْ ۫ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ

লাআন্তা ইউছোফো, ক্বা-লা আনা- ইউছোফা অহাজা— আখী, ক্বাদ্ মান্নাল্লা হো

তুমিই ইউছফ? ইউছফ বলিল (হ্যাঁ) আমিই ইউছফ আর এ (অর্থাৎ বেন্-ইয়ামীন) আমারই ভ্রাতা, আল্লাহ (খুবই) অনুকম্পা (প্রদর্শন) করিয়াছেন

عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ

আলায়না-, ইন্নাহূ মাই-য়্যাত্তাকে অয়্যাছ্বের্ ফাইন্নাল্লা-হা লা- ইয়োদীয়ো

আমাদের প্রতি, নিঃসন্দেহ যে ব্যক্তি আল্লার ভয় রাখে এবং (মছীবতে) ছবর করে তাহা হইলে আল্লাহ নষ্ট হইতে দেন না

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا

আজ্‌রাল্ মোহ্‌ছেনীন। কা-লূ তাল্লা-হে লাকাদ্ আ-ছারাকাল্লা-হো আলায়্‌না-

(এরূপ) পুণ্যাত্মাদিগের পুণ্যফল। (উহারা) বলিল আল্লার কছম কিছুই সন্দেহ নাই যে তোমাকে আল্লাহ্ আমাদের উপর (খুবই) সম্মান প্রদান করিয়াছেন

وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط

অইন্ কোন্‌না- লাখা-তেয়ীন। কা-লা লা- তাছ্‌রীবা আলায়্‌কোমোল্-য়্যাও্‌মা,

আর নিঃসন্দেহ আমরাই দোষী ছিলাম। (ইউছফ) বলিল এক্ষণ তোমাদের উপর কিছুই দোষ নাই (আমি তোমাদিগকে মাআফ করিলাম)

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا

য়্যাগ্‌ফেরোল্লা-হো লাকুম্ অহোওয়া আর্‌হামোর্‌রা-হেমীন। এজহাবূ বেকামীছী হা-জা-

(আর) আল্লাহ্ তোমাদের (দোষ) মাআফ করিবেন, আর তিনি সকল দয়াবান অপেক্ষা বড় দয়াবান। (তোমাদের কথায় জানিতে পারিলাম যে পিতা ছাহেবের উভয় চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইতেছে অতএব তোমরা) আমার এই পিরহানটী লইয়া যাও

فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ

ফাআল্‌কূহো আলা- অজ্‌হে-আবী য়্যা'তে বাছীরান, ওয়া'-তূনী বেআহ্‌লেকুম্

অনন্তর এই পিরহানটীক পিতা ছাহেবের মুখের উপর ফেলিয়া দিও তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, আর তোমরা আমার কাছে লইয়া আসিও তোমাদের

৫ ১০/৪ রুকু

أَجْمَعِينَ ۝ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ

আজ্‌মায়ীন। ৫ অলাম্মা- ফাছালাতেল্ য়ীরো কা-লা আবূহুম্ ইন্নী লাআজেদো

সমস্ত খান্দানকে। আর কাফেলা মিছর হইতে রওয়ানাই হইয়াছিল (এমত সময়ে) উহাদের পিতা (অর্থাৎ ইয়াকুব) বলিল যে আমি ত পাইতেছি

رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي

রীহা ইউছোফা লাওলা— আন্ তোফান্নেদূন। কা-লূ তাল্লা-হে ইন্নাকা লাফী

ইউছফের বাস যদি তোমরা আমাকে সত্তুরে-বাহাত্তুরে (বৃদ্ধ) না বানাও। (তখন যে একটী পুত্র ইয়াকুবের নিকটে-উপস্থিত ছিল) তাহারা বলিতে লাগিল যে আল্লার কছম তুমি ত (লিপ্ত) রহিয়াছ

ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ

দলা-লেকাল্ কাদীম। ফালাম্মা— আন্ জা—আল্ বাশীরো আল্‌কা-হো আলা-

তোমার (সেই) পুরাতন খেয়ালেরই মধ্যে। তারপর যখন (ইউছফের জীবিত থাকার) সুসংবাদ-আনয়নকারী (ইয়াকুবের নিকটে) আসিয়া পৌছিল (এবং আসিয়া পৌছানোর সাথে সাথেই ইউছফের) পিরহান নিক্ষেপ করিল

وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ

অজ্‌হেহী ফার্‌তাদ্দা বাছীরান্‌, ক্বা-লা- আলাম্‌ আক্বোল্‌লাকুম্‌ ইন্নী— আ'-লামো

ইয়াকুবের মুখের উপর তৎক্ষণাৎ (ইয়াকুবের) দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল, (তখন ইয়াকুব পুত্রগণকে) বলিল আমি কি তোমাদের সাথে বলি নাই যে আমি জ্ঞাত আছি

مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ

মেনাল্‌লা-হে মা- লা- তা'-লামুন। ক্বা-লূ ইয়্যা—আবা-নাছ্‌তাগ্‌ফের্‌ লানা- জোনূবানা—

আল্লার তরফ হইতে (তাহা অর্থাৎ সেই বিষয়) যাহা তোমরা জ্ঞাত নহ। (উহারা) বলিল হে পিতঃ! (আল্লার নিকট হইতে) আমাদের কছুর মা'মাফ করাইয়া লউন

اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ۝ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۚ اِنَّهٗ

ইন্না- কোন্না- খা-তেয়ীন। ক্বা-লা ছাওফা আছতাগ্‌ফেরো লাকুম্‌ রাব্বী, ইন্নাহু

নিঃসন্দেহ আমরাই দোষী ছিলাম। (ইয়াকুব) বলিল আমি আমার পালনকারী হইতে (এক বিশেষ সময়ে) তোমাদের কছুরগুলির মাআফীর দোআ করিব, নিঃসন্দেহ

هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى

হোওয়াল্‌ গ্বাফুরোর্‌ রাহীম। ফালাম্মা- দাখালূ আলা- ইউছোফা আ-ওয়া—

তিনিই ক্ষমাকারী দয়ালু। তারপর (উহারা শেষবার) যখন ইউছফের নিকটে উপস্থিত হইল তখন স্থান দান করিল

اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝

এলায়হে আবাওয়্যহে অক্বা-লাদ্‌খোলূ মেছ্‌রা ইন্‌ শা—আল্লা-হো আ-মেনীন।

(ইউছফ) তাহার পিতামাতাকে (শ্রদ্ধা সহকারে) নিজের নিকটে এবং (সকলকে সম্বোধন করিয়া) বলিল যে (তোমরা) মিছর(শহর)-এর মধ্যে প্রবেশ কর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে (তোমরা সকলে) শান্তির সহিত থাকিবে। (২১)

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ

অরাফাআ আবাওয়্যহে আলাল্‌ আর্‌শে অখারুরূ লাহু ছোজ্জাদান্‌, অক্বা-লা

আর (মিছরের তৎকালীন দস্তুর অনুসারে ইউছফ) তাহার পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপরে বসাইল এবং সকলে (তখনকার দস্তুর মোতাবেক ইউছফের সম্বর্দ্ধনার জন্য) উহার সম্মুখে সেজদায় পড়িয়া গেল, আর ইউছফ (নিজের স্বপ্ন-কথা স্মরণ করতঃ নিজের পিতাকে) বলিল যে

(২১) বহু ভাষ্যকারের মতে, হজরত ইউছফ তদীয় পিতা ও ভ্রাতাগণের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করতঃ শহরের বাহিরে যাইয়া তাঁহাদের আগমন-সম্বর্দ্ধনা করেন। এবং তথায় তাঁহাদের আরামের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করেন। তথায় ইঁহাদের সকলের দেখা সাক্ষাৎ হয়। আর ইহা সেই স্থলেরই কথাবার্ত্তা।

يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا

ইয়্যা—আবাতে হা-জা- তা-ভীলো রো'-য়্যা-য়্য মেন্ ক্বাব্লো, ক্বাদ্ জ্বাআলাহা-

হে পিতঃ! সেই যে আমি অগ্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, ইহা তাহারই ফল, করিয়াছেন (আজ) তাহাকে

رَبِّى حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ

রাব্বী হাক্‌ক্বান্, অক্বাদ্ আহ্‌ছানা বী— এজ্ আখ্‌রাজ্বানী মেনাছছেজ্ব্‌নে অজ্বা—আ

(অর্থাৎ সেই স্বপ্নকে) আমার পালনকারী সত্য, আর (ইহা ছাড়া) তিনি আমার প্রতি (এই মহৎ) উপকার করিয়াছেন যে যখন (কাহারও বিনা ছোপারেশে তিনি) আমাকে কারামুক্তি দিয়াছেন আর আনিয়া (মিলাইয়া) ছেন

بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ

বেকুম্ মেনাল্ বাদভে মেম্ বা'-দে আন্ নাযাগ্বাশ্‌শায়্‌তা-নো বায়্‌নী অবায়্‌না

বাহির হইতে আপনাদের সকলকে (আমার সহিত) ইহার পরে যে কলহ নিক্ষেপ করিয়াছিল শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার ভ্রাতা-

إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ

এখ্‌অতী, ইন্নী রাব্বী লাতীফোল্ লেমা- য়্যাশা—য়ো, ইন্নাহু হোওয়াল্ আলীমোল্

গণের মধ্যে, নিঃসন্দেহ আমার পালনকারী যাহাকে ইচ্ছা অনুকম্পা প্রদান করেন, কারণ তিনি (প্রত্যেক বিষয়ে) জ্ঞাতা

ٱلْحَكِيمُ ۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ

হকীম। রাব্বে ক্বাদ্ আ-তায়্‌তানী মেনাল্ মোল্‌কে অআল্লাম্‌তানী মেন্ তা'ভীলেল্

(এবং) মহিমাময়। (এই ঘটনাবলীর পর ইউছফের মন দুনিয়া হইতে তৃপ্ত হইয়া যায় এবং আল্লার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা তীব্রভ বে জাগিয়া উঠে তজ্জন্য ইউছফ দোয়া করে যে) হে আমার পালনকারী তুমি (তোমার দয়ায়) আমাকে বাদশাহীতেও অংশ দিয়াছ আর (সম্ভব মত) আমাকে শিখাইয়াছ (স্বপ্নের) কথাগুলির

ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا

আহা-দীছ্, ফা-তেরাছছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দে, আন্তা অল্লেয়ী ফেদ্দোন্‌য়্যা-

বৃত্তান্তও, হে আছমান ও জমীনের সৃজনকারী, তুমিই আমার কারছাজ দুনিয়া

وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ۞ ذَٰلِكَ

অল্ আখেরাহ্, তাঅফ্‌ফানী মোছ্‌লেমাঙ্, অআল্‌হেক্‌নী বেছছা-লেহীন। জা-লেকা

ও আখেরাতে (উভয় ক্ষেত্রেই), (অতএব এক্ষণ) আমাকে তোমার আজ্ঞাবহ অবস্থায় (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লও আর আমাকে (তোমার) নেক বান্দাগণের মধ্যে লইয়া দাখিল কর। (২২) (হে মোহাম্মদ!) ইহা

(২২) হজরত ইউছফের এই দোআ সেই পর্য্যায়ের যে, ইঁহার পয়গাম্বর হওয়ার প্রমাণের পক্ষে উহা যথেষ্ট।

مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ج وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا

মেন্ আম্বা—য়েল্ গায়্বে নূহীহে এলায়ক্, অমা- কোন্তা লাদায়হিম্ এজ্ আজ্‌মাউ—

কতিপয় গায়েবের কথা যাহা আমি অহীর দ্বারা তোমাকে জানাইয়া দিতেছি (ইহা তোমার সত্যতার দলীল), আর তুমি ত তাহাদের কাছে (তখন) মওজুদ ছিলে না যখন ইউছফের ভ্রাতাগণ তাহাদের পরিপক্ক

اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ○ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ

আম্‌রা হুম্ অহুম্ য়্যাম্‌কোরূন। অমা— আক্‌ছারোন্‌না-ছে অলাও্ হারাছতা

ইচ্ছা করিয়াছিল (যে ইউছফকে কূপে নিক্ষেপ করিব) আর উহারা (ইউছফের চালাকীর) তদবীরে থাকিত। এবদসত্ত্বেও অধিক সংখ্যক লোকের অবস্থা হইতেছে এই যে তুমি যতই আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর

بِمُؤْمِنِيْنَ ○ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ط اِنْ هُوَ

বেমো'-মেনীন। অমা- তাছ্‌আলোহুম্ আলায়হে মেন্ আজ্‌রেন, ইন্ হোওয়া

তাহারা ঈমান আনিবার (পাত্র) নহে। অথচ (তোমার) রেছালৎ প্রচারের প্রতি তুমি উহাদের কাছে কিছু পারিশ্রমিক ও চাও না, (আর) কোরআন

اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ع وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ

ইল্লা- জেক্‌রোল্ লেল্ আ-লামীন। ع অকাআয়্যেম্ মেন্ আ-য়্যাতেন্

(যাহা তুমি শুনিতেছ) দুনিয়া জাহানের জন্য উপদেশই (উপদেশ)। আর (আল্লার মহিমার এরূপ) কত নিদর্শন রহিয়াছে

ع ১১/৫ রুকু

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○

ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দে য়্যামোর্‌রূনা আলায়হা- অহুম্ আন্‌হা- মো'-রেদূন।

আছমান ও জমীনে যাহার উপর দিয়া লোক গত হইয়া যাইতেছে আর তাহারা তাহার কিছুই পরোয়া করে না।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ○

অমা- ইয়ো'-মেনো আক্‌ছারোহুম্ বেল্লা-হে ইল্লা- অহুম্ মোশ্‌রেকূন।

আর উহাদের অধিকাংশ লোক(-এর অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে) আল্লাকে মান্য করে না আর তাহারা শেরক করিতে থাকে।

اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ

আফাআমেনূ— আন্ তা'-তেয়্যাহুম্ গা-শেয়্যাতোম্ মেন্ আজা-বেল্লা-হে আও্

অতএব এ-বিষয়ে কি নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে যে উহাদের নিকটে আল্লার আজাব আসিয়া পড়ে যে (তাহা উহাদের সকলের প্রতি) ছাইয়া যায় কিম্বা

تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ قُلْ هٰذِهٖ

তা'-তেয়্যাহোমোছ্ছা-আতো বাগ্‌তাতাঙ, অহুম্ লা- য়্যাছ্‌য়োরূন। কোল্ হা-জেহী

হঠাৎ উহাদের উপর কেয়ামত আসিয়া পড়ে অথচ উহাদের খবর ও না থাকে। (২৩) (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল এই-ই

سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ط

ছাবীলী— আদ্‌উ— এলাল্লা হে, আলা- বাছীরাতেন্ আনা- অমানেত্তাবাআনী,

আমার তরিকা আমি (সকলকেই) আল্লারদিকে আহ্বান করিতেছি, আমি ও যে ব্যক্তি আমার অনুগামী দীনের এমন এক) মজবুত রাস্তার উপর রহিয়াছি (যে-রাস্তাকে প্রত্যেক লোকই বুঝিতে পারে),

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ وَمَآ اَرْسَلْنَا

অছোব্‌হা-নাল্‌লা-হে অমা— আনা মেনাল্ মোশরেকীন। অমা— আর্‌ছাল্‌না-

আর আল্লা(র জাত) পাক আমি শের্ক কারীদিগের মধ্যে নহি। আর (হে নবি !) আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম

مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ط

মেন্ কাব্‌লেকা ইল্‌লা- রেজা-লান্ নূহী— এলায়্‌হিম্ মেন্ আহ্‌লেল্ কোরা-,

তাহার অগ্রে(ও) মানুষকেই (পয়গাম্বর করিয়া) বস্তিগুলিরই বাসিন্দা হইতে আমি তাহাদের প্রতি অহী নাজেল করিতাম,

(২৩) শের্ক এমনই বদ বালা যে, ইহা হইতে অতি অল্প সংখ্যক লোকই নিরাপদ রহিয়াছে। মুছলমানের উচিত যে, সর্ব্বদাই শের্ক হইতে আল্লার পানাহ্ প্রার্থনা করিতে থাকে। আল্লার ছাড়া কোন বস্তুকে বা কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থাতেই আল্লার ক্ষমতাবিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করা এবং আল্লার নির্দ্দেশ-সম্মত কোন ও ঘটনার কারণ বলিয়া মনে করারই নাম শের্ক। আর যেহেতু আল্লাহ্ দুনিয়াকে উপলক্ষময় জগত"-রূপে সৃজন করিয়াছেন, তদ্ধেতু লোক সভাবতই ধোকায় পড়িয়া যায় এবং অগ্রবর্ত্তীর ঘটনাকে তৎপরবর্ত্তী ঘটনার উপলক্ষ বলিয়া ধরিয়া লয়। বিখ্যাত জ্বর-নাশক ঔষধ কুইনাইনকে যদি এতদর্থে জ্বর-নাশক মনে করা যে, জ্বর ছাড়াইবার শক্তি কুইনাইনের আছে, তবে তাহা ঘোর শের্ক। কুইনাইনের জ্বর ছাড়াইবার শক্তি নাই, বরং আল্লাহ্ কুইনাইনের মধ্যে জ্বর ছাড়াইবার গুণ প্রদান করিয়াছেন। অতএব জ্বর বিদূরণ প্রকৃতপক্ষে আল্লারই হুকুম মাত্র। কিন্তু যেহেতু এই প্রভেদ-পার্থক্য অতি সুক্ষ্ম ব্যাপার, তন্নিমিত্ত সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে এ-বিষয়টী খুব কমই সান্ধায়। এবং এই কারণেই সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ আল্লার বান্দা সুস্পষ্ট শের্কে লিপ্ত আছে। যথা—প্রতিম-পূজাকারী, পাথর-পূজাকারী, অগ্নি-পূজাকারী পীর-পূজাকারী, তা'-জিয়া-পূজাকারী' সূর্য্য-পূজাকারী ইত্যাদি। এই প্রকারের শের্ককে 'শের্ক-জলি' অর্থাৎ প্রকাশ্য শের্ক বলা হয়। আর এই শের্ক-জলি হইতে সাধারণ মুছলমান ত নহে,—বিশিষ্ট জ্ঞানবান (অর্থাৎ এছলামের বিধান সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান আছে, এরূপ শরহে-পোরস্ত দীনদার) মুছলমান যদিও আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে, কিন্তু শের্কের দ্বিতীয় প্রকার যাহাকে শের্ক-খফী বলা হয়, তাহা ইহাতে মাত্র সেই ব্যক্তিই রক্ষা পাইতে পারে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই আল্লার ছবি সম্মুখে এবং তাঁহারই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রাখে। অথচ এ-ভাবের খাছবান্দা অল্প—অতি অল্পই আছে। হজরত রছুলে আক্‌রম (দঃ) শের্ক-খফীর নিম্নোক্ত মেছালটী বর্ণনা করিতেন :—

"অন্ধকার রাত্রে সমতল পাথরে কীটের গমন যদ্রূপ দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হয় না, শের্ক-খফীর অবস্থা তদ্রূপ। শের্ক-খফীর বিষয় বোধগম্য হয় না, অথচ উহা মানুষের মনের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে।"

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

আফালাম্ য়্যাছীরূ ফেল্-আর্‌দে ফায়্যান্‌জোরূ কায়্‌ফা কা-না আকেবাতোল্লাজীনা।
অতএব উহারা কি দেশে (কোথাও) চলা ফেরা করে না যে (নিজেদের চোখে) দেখিয়া লয়
কিরূপ হইয়া ছিল (তাহাদের) পরিণাম যাহারা

مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا

মেন্ ক্বাব্‌লেহিম, অলাদা-রোল্ আ-খেরাতে খায়্‌রোল্‌লেল্লাজীনাত্তাক্বাও, আফালা-
উহাদের অগ্রে গত হইয়া গিয়াছে (তাহারা পয়গাম্বরদিগকে মিথ্যা জানিয়াছিল), আর নিঃসন্দেহ
(দুনিয়ার কতিপয় দিবসের ঘর অপেক্ষা) পরকালের ঘর তাহাদেরই জন্য উত্তম যাহারা পরহেজগার,
অতএব (হে লোক সকল !) তোমরা কি

تَعْقِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ

তা'-ক্বেলূন। হাৎতা— এজাছ্‌তায়্‌আছার্‌রোছোলো অজান্নূ— আন্নাহুম্ ক্বাদ্
(এতটুকু কথাও) বুঝনা (যে, পূর্ব্বেকার লোক ও পয়গাম্বরদিগকে মিথ্যা জানিয়া গিয়াছে) ? এ-পর্য্যন্ত
যে যখন নিরাশ হইয়া গিয়াছিল পয়গাম্বরগণ আর (মানব-স্বভাবের তাকীদে) তাহাদের অর্থাৎ সেই
পয়গাম্বরদিগের এরূপ) ধারণা জন্মিয়া ছিল যে (কোন কারণে) আমাদের সহিত ওয়াদা-খেলাফী

كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ

কোজেবূ জ্বা—আহুম্ নাছ্‌রোনা ফানোজ্জেয়্যা মান্ নাশা—য়ো, অলা- ইয়োরাদ্দো
করা হয় নাই ত (এ-অবস্থায় যখন) আমার সাহার্য্য উহাদের (অর্থাৎ পয়গাম্বরগণের) কাছে আসিয়া
পৌঁছিল—(আর ওয়াদাকৃত আজাব আসিয়া পৌঁছিল) তখন যাহাকে আমি ইচ্ছা করিলাম
নাজাত দিলাম, আর (কোন রকমে) টলিতেই পারে না

بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ

বা'ছোনা- আনেল্ ক্বাওমেল্ মোজ্‌রেমীন। লাক্বাদ্ কা-না ফী কাছাছেহিম্
আমার আজাব পাপী লোকগণ(-এর মাথা) হইতে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে রহিয়াছে উহাদের
অবস্থাগুলির মধ্যে

عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن

এব্‌রাতোল্ লেউলেল্ আল্‌বা-ব্, মা- কা-না হাদীছাই ইয়োফ্‌তারা- অলা-কেন্
(খুবই) লজ্জাকর শিক্ষা জ্ঞানবানদিগের জন্য, ইহা (অর্থাৎ কোরআন) নহে তো কোন তৈয়ারীকৃত কথা বরং

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

তাছ্‌দীকাল্লাজী বায়্‌না য়্যাদায়্‌হে অতাফ্‌ছীলা কুল্লে শায়্‌এঙ্ অহোদাও,
(এই কোরআন) সত্যতা প্রমাণ করে তাহার যাহা (অর্থাৎ যে সকল আছমানী কেতাব) ইহা(র
অবতরণ) হইতে অগ্রে (মওজুদ) রহিয়াছে (২৪) আর ইহা(তে) প্রত্যেক জিনিষের
বিস্তারিত বর্ণনা (রহিয়াছে) আর পথপ্রাপ্তি

(২৪) কোরআনের মধ্যে এ-ভাবের বর্ণনা বহুস্থলে রহিয়াছে। এ-অবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবসমূহ যথা—তওরাত ও ইঞ্জিল ইত্যাদির সত্যতা প্রমাণ করে অর্থে উহাদের অবিশ্লেষিত সত্যতা প্রমান-জ্ঞাপক।

৫ / ১২ / ৬ রুকু

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

অরাহ্‌মাতাল্‌ লেক্কাওমেই ইয়ো্যা'-মেনুন। ৫

ও (আল্লার) করুণা (রহিয়াছে) তাহাদের জন্য যাহারা ঈমানদার

ছুরা—রা'দ* মক্কায় নাজেল হয়	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছমিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	ইহাতে ৬ রুকু ৪৩ আয়ত।

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ

আলেফ্‌-লা—ম্‌-মীম্‌-রা—; তেল্‌কা আ-য়্যা-তেল্‌-কেতাব্‌, অল্‌লাজী—ওন্‌যেলা

অলেফ লা—ম্‌-মীম্‌-রা— ; (হে নবি !) ইহা হইতেছে কেতাব(অর্থাৎ কোরআন)-এর আয়ত সমূহ, আর যাহা কিছু অবতরণ করা গিয়াছে

اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

এলায়্‌কা মের্‌রাব্বেকাল্‌-হাক্‌কো অলা-কেন্‌না আক্‌ছারান্‌না-ছে লা- ইয়ো্যা'-মেনূন।

তোমার প্রতি তোমার পালনকারীর দিক হইতে তাহা হক কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

আল্লা-হোল্‌লাজী রাফাআছ্‌ছামা-ওয়া-তে বেগ্বায়্‌রে আমাদেন্‌ তারাওনাহা-

(সর্ব্বশক্তিমান) আল্লাহ্‌ তিনিই যিনি আছমানগুলিকে বিনা খুঁটিতে উচ্চে দণ্ডায়মান রাখিয়াছেন (তাহা) তোমরা দেখিতে রহিয়াছ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ

ছোম্মাছ্‌তাওয়া- আলাল্‌ আর্‌শে অছাখ্‌খারাশ্‌ শাম্‌ছা অল্‌- ক্বামার্‌, কোল্লেই-য়্যাজ্‌রী

তৎপর (তিনি) স্থিত হইলেন আরশের উপর আর গতিশীল করিয়াছেন সূর্য্য এবং চন্দ্রকে, প্রত্যেকেই (নিজ নিজ পথে ক্রমাগত) চালিত হয়

لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ

লেআজালেম্‌ মোছাম্মা, ইয়োদাব্বেরোল্‌ আম্‌রা ইয়োফাছ্‌ছেলোল্‌ আ-য়্যা-তে

নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত, (তিনিই) কার্য্যের ব্যবস্থা করেন (এবং তিনি) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেছেন (নিজ মহিমার) নিদর্শনাবলী

যথা—হজরত মুছা আল্লার প্রেরিত পয়গাম্বর ছিলেন। আর কোরআন যদ্রূপ আল্লার বাণী, তদ্রূপ তওরাতও আল্লার উক্তি। মাত্র ইহারই দ্বারা ইহা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায় না যে, আমরা অর্থাৎ মুছলমানগণ কোরআনের হুকুম দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবগুলিকে সেগুলি এক্ষণ যদ্রূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ঠিক এবং সুরক্ষিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লই। কোরআনের মধ্যে যথাতথা পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবগুলির সত্যতার প্রমাণ রহিয়াছে, যথাতথা আহ্‌লে-কেতাবের প্রতি পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনের দোষও চাপানো হইয়াছে, তত্রাচ যদ্রূপ অবিশ্লেষিত সত্যতার প্রমাণ রহিয়াছে, অনুরূপ সেগুলির অবিশ্লেষিত আদরেরও প্রতি মুছলমানদিগের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ

লাআল্লাকুম্ বেলেকা—এ রাব্বেকুম্ তূ'কেনূন। অহোওয়াল্লাজী মাদ্দাল্-আর্দা

যাহাতে তোমরা নিজেদের পালনকারীর সহিত মিলিত হওয়া বিষয়ে বিশ্বাস রাখ। (১) আর তিনিই (সর্ব্বশক্তিমান) যিনি মৃত্তিকাকে বিছাইয়াছেন (২)

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ

অজ্আআলা ফী-হা- রাওয়া-ছেয়্যা অআন্হা-রান্, অমেন্ কোল্লেছ্ছমারা-তে জাআলা

এবং বানাইয়া দিয়াছেন উহাতে (বৃহৎ বৃহৎ) পাহাড় এবং নদী সকল, আর সৃজন করিয়াছেন প্রত্যেক প্রকার-ফলের

فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

ফী-হা- যাওজায়্নেছনায়্নে ইয়োগ্শেল্ লায়্লান্নাহা-রা, ইন্না ফী জা-লেকা

দুই দুই রকম উহাতে (যথা—মিষ্ট ও অম্ল) (*) (আর তিনিই) রাত্রকে দিবসের পর্দ্দাপোষ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহ ইহার মধ্যে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ

লাআ-য়্যা-তেল্ লেকাওমেই য়্যাতাফাক্কারূন। অফেল্ আর্দে কেতাওম্

(আল্লার মহিমার) নিদর্শনাবলী (মওজুদ) রহিয়াছে তাহাদের জন্য যাহাদের যাহারা (খেয়ান ও) চিন্তাকে কাজে লাগায়। আর জমীনের মধ্যে (কয়েকটী) স্তর (বা খণ্ড) রহিয়াছে

مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ

মোতাজা--ভেরা-তোঙ্ অজান্না-তোম্ মেন্ আ'-না-বেঙ্ অযারওঙ্ অনাখীলোন্

নিকট নিকট এবং আঙ্গুরের বাগান এবং শস্য খর্জ্জুর-বৃক্ষ

صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۙ

ছেন্ওয়া-নোঙ্ অগায়্রো ছেন্ওয়া-নেই ইয়োছ্কা- বেমা—এঙ্ ওয়া-হেদেঙ্—

(যাহাদের অনেকগুলি) থলিবিশিষ্ট আর (অনেকগুলিকে) থলিবিশিষ্ট নহে (অথচ সবগুলিকে)একই পানি দেওয়া হইয়া থাকে,

(১) মর্ম্ম এই যে, কেয়ামতের আগমন, মৃতগণের পুনরুজ্জীবিত হওন এবং কৃতকার্য্যাবলীর হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার বা শাস্তিপ্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখে।

(২) ভূমণ্ডলের গোলাকার হওয়া, জ্ঞান ও বিদ্যার দলীল দ্বারা পরিষ্কাররূপে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এ-স্থলে ভূমণ্ডলের বিস্তীর্ণতার মর্ম্ম নহে। ভূমণ্ডলের বিস্তীর্ণ হওয়া ত সকলেই দেখিতেছে। কোরআনের উদ্দেশ্যার্থ এতটুকুই যথেষ্ট। আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টিজগত দ্বারা নিজের সৃষ্টিকর্ত্তাকে চিনিয়া লউক।

(*) মিষ্ট ব্যতীত তিক্তাদি সমস্তই অম্লের অন্তর্গত।—অনুবাদক।

وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

অনোফাদ্দেলো বা'দাহা- আলা- বা-দেন্ ফেল্ উকোলে, ইন্না ফী জা-লেকা

আর (তত্রাচও) আমি কোন কোনটীকে কোন কোনটীর উপর ফলের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি, নিঃসন্দেহ ইহার মধ্যে

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ

লাআয়্যা-তেল্ লেক্বাওমেই য়্যা'-ক্বেলুন। অইন্ তা'-জ্বাব্ ফাআজ্বাবোন্ ক্বাওলোহুম্

(আল্লার মহিমার) নিদর্শনাবলী (মওজুদ) রহিয়াছে তাহাদের জন্য যাহারা জ্ঞানকে কার্য্যে নিয়োগ করে। আর (হে নবি!) তুমি যদি (দুনিয়াতে কোনও বিষয়ে) আশ্চার্য্যান্বিত হও তবে কাফেরদিগের (এ) কথাও আশ্চর্য্যেরই যে

أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

আএজা- কোন্না- তোরা-বান্ আইন্না- লাফী খাল্কেন্ জ্বাদীদ। উলা—একাল্লাজীনা

যখন কি আমরা (পচিয়া সড়িয়া) মাটী হইয়া যাইব তখনও কি আমাদিগকে (পুনর্ব্বার) নুতন জন্মে আসিতে হইবে? (৩) ইহারাই যাহারা

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ

কাফারু বেরাব্বেহিম, অউলা—একাল্ আগ্‌লা-লো ফী—আ'-না-কেহিম্, অউলা—একা

নিজেদের পালনকারীর (কোদ্‌রতের) এন্‌কার করিয়াছে, আর ইহারাই যাহাদের গরদানে (কেয়ামত-দিবসে) তাওক্ (অর্থাৎ লৌহ-বেড়ী) রহিবে, আর ইহারাই

أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ

আছ্‌হা-বোন্না-র্, হুম্ ফী-হা- খা-লেদুন। অয়্যাছ্‌তা'-জ্বেলুনাকা বে ছায়্যেআতে

দোজখী, ইহারা দোজখে (চির) চিরকাল অবস্থিত করিবে। আর (হে নবি!) ইহারা তোমাদের নিকটে অনিষ্টের দ্রুতত। উড়াইতেছে

قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ

ক্বাবলাল্ হাছানাতে অকাদ্ খালাৎ মেন্ ক্বাব্‌লেহেমোল মাছোলা-ত্, অইন্না

ইষ্টের অগ্রে অথচ ইহাদের অগ্রে (এরূপ ঘটনাবলী হইয়া চুকিয়াছে যেগুলি)র বর্ণনা চলিয়া আসিতেছে, (৪) আর (হে নবি!) নিঃসন্দেহ

---

(৩) নূতন জন্ম লাভ অর্থে কেয়ামতে পুনর্ব্বার জীবিত হওয়া।

(৪) মর্ম্ম এই যে, হজরত রছুলে-খোদার পয়গাম্বরীর দুইটী অংশ ছিল। ঈমানদারদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার সমূহের আশ্বাস প্রদান এবং কাফেরদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতের আজাবের ভয় প্রদর্শন। এ-অবস্থায় কাফেরদিগের উচিত ছিল যে, ঈমান আনিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার গুলির আশাধারী থাকা। কিন্তু উহাদের জ্ঞানে এমনি মার পড়িয়াছিল যে, আল্লাহ্, ও রছুলের না-ফর্ম্মানী করতঃ নিজেদের প্রতি আজাব আহ্বান করিত। উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কওমগুলির ধ্বংসদ্বারা শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত ছিল যে, আজাব আসিলে উহাদিগকেও তাহাদেরই মত নেস্ত-নাবুদ করিয়া দিবে।

رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ

রাব্বাকা লাজু মাগ্‌ফেরাতেল্ লেন্‌না-ছে আলা- জোল্‌মেহিম্, অইন্না রাব্বাকা

তোমার পালনকারী অবশ্যই লোকদিগের (পাপ) ক্ষমাকারী তাহাদের অবাধ্যতা সত্ত্বে, আর (ইহাতেও) সন্দেহ নাই যে তোমার পালনকারীর

لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ

লাশাদীদোল্-একাব্। অয়্যাকুলোল্‌লাজীনা কাফারু লাওলা— ওন্‌যেলা আলায়্হে

মারও অতি কঠিন। আর যাহারা (আল্লাহ্ ও রছুলের) মোন্‌কের (তাহারা) (প্রতিবাদভাবে ইহাও) বলিয়া থাকে যে কেন অবতীর্ণ হয় নাই ইহার (অর্থাৎ মোহাম্মদের) প্রতি (সেই)

اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞

আ-য়্যাতোম্ মের্‌রাব্বেহী, ইন্নামা— আন্‌তা মোন্‌জেরোঁও, অলেকুল্লে কাওমেন হাদ্। ৫

মো'-জেযাহ্ ইহার পালনকারীর দিক হইতে (যাহা আমরা ইচ্ছা করি), (অতএব হে নবি!) তুমি ত (লোকদিগকে কেবলমাত্র আল্লার আজাব হইতে) ভয় প্রদর্শনকারী (৫) আর (হে নবি! তুমি নূতন পয়গাম্বর নহ) প্রত্যেক কওমের(ই) জন্য (এক) একজন পথদর্শক আসিয়াছে অর্থাৎ আসিয়া গত হইয়া গিয়াছে, তদনুযায়ী তুমিও তোমার কওমের পথপ্রদর্শক)।

১ / ৭ রুকু

(৫) অর্থাৎ—মো'জেযাহ্ তোমার ক্ষমতার মধ্যে নহে যে, যখন ইচ্ছা, যদ্রূপ ইচ্ছা তুমি উহাদিগকে আনিয়া দেখাইবে। যথা—স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে—

وما كان رسول ان يأتى باية الا باذن الله ط

আর মো'জেযার সহিত (যাহা আমরা ইচ্ছা করি)-এর শর্ত্ত আমি (অনুবাদকারী) এজন্য বৃদ্ধি করিয়াছি যে, এমনি তো কোরআন নিজেই এক মহা মো'-জেযাহ্ ছিল এবং রহিয়াছে, ইহার থাকা সত্ত্বে অন্য মো'জেযাহ্ তলব করার আবশ্যকতা ছিল না; কিন্তু উহারা কোরআনকে মান্যই বা কবে করিত। এই মর্ম্ম অধিক স্পষ্টরূপে একবিংশ পারার শুরুতে রহিয়াছে। যথা —

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ وَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۞

অর্থ—"আর (হে মোহাম্মদ! কোন কোন লোক তোমার সম্বন্ধে) বলিয়া থাকে যে ইহার উপর ইহার পালনকারী(র তরফ) হইতে মো'-জেযাহ্ নাজেল হয় নাই কেন, (হে মোহাম্মদ! তুমি) বল যে মো-জেযাহ্ ত আল্লারই নিকটে (অর্থাৎ তাঁহারই ক্ষমতাধীনে রহিয়াছে), আমি ত পরিষ্কার ভাবে ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র। (হে নবি!) ইহাদের পক্ষে (এই মো-জেযাহ) কি যথেষ্ট নয় যে আমি তোমার প্রতি কোরআন নাজেল করিয়াছি যাহা ইহাদিগকে পড়িয়া শুনানো যাইতেছে, যাহারা ঈমান আনিবার পাত্র তাহাদের জন্য ত ইহাতে (আল্লার অতিশয়) দয়া এবং (দয়া ছাড়া) উপদেশ রহিয়াছে।"

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ

আল্লা-হো য়্যা'লামো মা- তাহমেলো কুল্লো ওন্‌ছা- অমা- তাগীদোল্ আর্‌হা-মো
অল্লাহ্-ই (তাহা) জানেন যাহা (অর্থাৎ যে বাচ্চা) বহন করে প্রত্যেক মাদাহ্ (অর্থাৎ স্ত্রী-জাতি)
আর যাহা কিছু কম করে ডিম্বকোষ

وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ عٰلِمُ الْغَيْبِ

অমা- তায্‌দা-দো, অকুল্লো শায়্‌এন্ এন্দাহূ বেমেক্‌দা-রা আ-লেমোল্ গায়্‌বে
আর যাহা কিছু বৃদ্ধি করে (তাহা তাঁহারই জানা থাকে), (৬) আর তাঁহার নিকটে প্রত্যেক জিনিষ
পরিমাণ মত রহিয়াছে। (তিনিই) জানেন অপ্রকাশ্য

وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ

অশ্‌শাহা-দাতেল্ কাবীরোল্ মোতাআ-ল্। ছাওয়া—ওম্ মেন্‌কুম্ মান্ আছার্‌রাল্
ও প্রকাশ্য (উভয়ই) (তিনি সর্ব্বাপেক্ষা) বড় (এবং) উচ্চ। (তাঁহার কাছে উভয়ই) একই সমান
তোমাদের মধ্যে যে-কেহ কোন কথা চুপে চুপে

الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ

কাওলা অমান্ জাহারা বেহী অমান্ হোওয়া মোছ্‌তাখ্‌ফেম্ বেল-লায়্‌লে অছা-রেবোম্
বলুক আর যে-কেহ উহা উচ্চৈস্বরে বলুক আর (অনুরূপই তোমাদের মধ্যেকার) যে-কেহ (কোথাও
অন্ধকারে) লুকাইয়া (বসিয়া) থাকুক রাত্রিকালে আর যে-কেহ পথ চলিয়া যাইতে থাকুক

بِالنَّهَارِ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ

বেন্‌নাহা-র। লাহূ মোআক্‌কেবা-তোম্ মেম্ বায়্‌নে য়্যাদায়্‌হে অমেন্ খাল্‌ফেহী
(প্রকাশ্য রাস্তায়) দিবসে তাঁহার কাছে সমস্ত একই সমান)। (যে কোন অবস্থার মধ্যেই থাকুক)
মানুষের অগ্রে এবং তাহার পশ্চাতে পালা পালা ভাবে (আল্লার) মোঅক্কেল (ফেরেশ্‌তা) লাগিয়া রহে

يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

য়্যাহ্‌ফাজুনাহূ মেন্ আম্‌রেল্লা হে, ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়োগাইয়্যেরো মা- বেকাওমেন্
উহারা আল্লার হুকুমে তাহার নেগ্‌বানী করে, যাহা (অর্থাৎ যে নে'মত) কোন সম্প্রদায়কে (আল্লার
পক্ষ হইতে) প্রদত্ত হইয়া থাকে যে পর্য্যন্ত সে (সম্প্রদায়) তাহার (ব্যক্তিগত)
অবস্থার পরিবর্ত্তন না করে

حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ

হাত্তা- ইয়োগাইয়্যেরু মা- বেআন্‌ফোছেহিম্, অএজা— আরা-দাল্লা-হো বেকাওমেন্
(সে পর্য্যন্ত) আল্লাহ্ তাহাতে (অর্থাৎ সেই নে'মতের মধ্যে কোনও প্রকার) পরিবর্ত্তন করেন না,
আর যখন কওমের প্রতি (তাহার কৃতকার্য্যের জন্য) ইচ্ছা করেন

(৬) মর্ম্ম এই যে,—মাতৃগর্ভে সন্তান থাকা বা না-থাকা, কিম্বা এক, দুই অথবা তদধিক সন্তানের জন্মলাভ হওয়া।

سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝ هُوَ الَّذِىْ

ছু—আন্ ফালা- মারাদ্দা লাহূ, অমা- লাহুম্ মেন্ দূনেহী মেঙ্ ওয়া-ল্। হোওয়াল্লাজী

কোন বিপদ নিক্ষেপের তখন তাহা (কাহারও চেষ্টায়) তাহা হইতে দূর হইতে পারে না, আর আল্লার ছাড়া তাহাদের কেহই সাহায্যকারীও নাই। তিনিই (সর্ব্বশক্তিমান) যিনি

يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ

ইয়্যোরীকোমোল্ বার্‌কা খাও ফাঙ্ অতামাআঙ্ অইয়্যোন্‌শেয়োছ্‌ছাহা-বাছ্‌ছেকা-ল্।

বজ্র (পতিত হওয়া) হইতে ভয় প্রদর্শনের এবং (বৃষ্টির) লোভ প্রদর্শনের জন্য তোমাদিগকে (বিদ্যুতের) চমক দেখাইয়া থাকেন এবং (পানিপূর্ণ) গাঢ় মেঘকে চালিত করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ

অইয়্যোছাব্‌বেহোর্‌রা’-দো বেহাম্‌দেহী অল্-মালা—একাতো মেন্ খীফাতেহী,

আর (মেঘ) গর্জ্জনকারী তাঁহার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে আর ফেরেশ্‌তাগণ(ও) তাঁহার ভয়ে (তাঁহার হাম্‌দ্ ছানায় লিপ্ত থাকে), (৭)

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ

অইয়্যোর্‌ছেলোছ্‌ছাওয়া-এক্বা ফাইয়্যেছীবো বেহা- মাই-য়্যাশা—য়ো অহুম্

আর (তিনিই আছমান হইতে) প্রেরণ করেন বজ্র তখন (মৃত্তিকাবাসীগণের মধ্য হইতে) যাহার উপর ইচ্ছা তাহাকে ফেলিয়া দেন আর উহারা (অর্থাৎ মোনকেরগণ এমনই)

يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۚ لَهٗ دَعْوَةُ

ইয়্যোজা-দেলূনা ফেল্লা-হে, অহোওয়া শাদীদোল্ মেহা-ল্। লাহূ দা’-অতোল্

আল্লার সম্বন্ধে ঝগড়া করে, অথচ তাঁহার প্রতিশোধগ্রহণ (এমনই) কঠিনতর (যাহার ভাঙ্গন নাই)। (মছীবতে) তাঁহাকেই সত্য (ডাক)

الْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ

হাক্‌কে, অল্লাজীনা য়্যদ্‌উনা মেন্ দূনেহী লা- য়্যাছ্‌তাজীবূনা লাহুম্ বেশায়্‌এন্

ডাকিবে, আর যাহারা তাঁহার ছাড়া (অন্যান্য মাবুদগণকে) ডাকিয়া থাকে তাহারা উহাদের কিছুই শুনে না

اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ

ইল্লা- কাবা-ছেতে কাফ্‌ফায়্‌হে এলাল্ মা—এ লেয়্যাব্‌লোগা ফা-হো অমা- হোওয়া

কিন্তু (তদ্রূপই অনর্থক শুনা) যদ্রূপ এক ব্যক্তি নিজের উভয় হস্ত পানির দিকে প্রসারিত করিল যাহাতে পানি (আপনা-আপনি) তাহার মুখে আইসে অথচ পানি

(৭) কোরআনে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ—সমস্ত মওজুদ আলম আল্লার তছ্‌বীহ ও তক্‌দীছ করিতেছে। অর্থাৎ সমুদয় সৃষ্টিজগত নিজের সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব ও মহিমার মান্যকারী, ইহাই তাহাদের তছ্‌বীহ ও তক্‌দীছ। মেঘের গর্জ্জনও সৃষ্টির সামিল।

بِهٖ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝ وَلِلّٰهِ ... وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ

বেবা-লেগেহী, অমা- দোআ—ওল্ কা-ফেরীনা ইল্লা- ফী দলা-ল্। অলেল্লা-হে

(কোন প্রকারে) তাহার (মুখ) পর্য্যন্ত (উড়িয়া) আসিতে পারে না, আর কাফেরগণের দোআ ত (এমনি) পথভ্রষ্টভাবে) ঘুরিয়া বেড়ায় (অর্থাৎ কেহই তাহার শ্রবণকারী নাই)। আর আল্লারই উদ্দেশ্যে (সকলেই)

يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ

য়্যাছজোদো মান্ ফেছছামা-ওয়া-তে অল্ আর্দে তাওআঁও অকার্হাও অজেলা-লোহুম্

ছেজদাহ্ করিয়া থাকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যে (পরিমাণ) মখলুক (অর্থাৎ সৃষ্ট) আছমান ও জমীনে রহিয়াছে আর (এইরূপই) তাহারই ছায়ায় (রহিয়াছে)

بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

ছেজদাহ্

বেল্-গোদূভে অল্ আ-ছা-ল। কোল্-মার্রাব্বোছছামা-ওয়া-তে অল্-আর্দে,

সকাল ও সন্ধ্যা, (৮) (হে নবি! ইহাদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যে আছমান ও জমীনের প্রভু কে?

قُلِ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ

কোলেল্লা-হো, কোল্ আফাত্তাখাজ্তুম্ মেন্দূনেহী-- আও্লেয়্যা—আ লা- য়্যাম্লেকূনা

(ইহারা ইহার কি উত্তর দিবে তুমিই ইহাদিগকে) বল যে (আছমান ও জমীনের প্রভু) আল্লাহ্, (পুনরায় ইহাদিগকে) বল যে তোমরা কি তাঁহার ছাড়া (অন্যান্য) কারসাজ (অর্থাৎ কার্য্যকারক তৈরী করিয়া রাখিয়াছ যাহারা মালিক নহে

لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى

লে আন্ফোছেহিম্ নাফ্আও্ অলা- দর্রান্, কোল্ হাল্ য়্যাছ্তাভেল্ আ'-মা

নিজেদের ব্যক্তিগত কল্যাণ ও অকল্যাণের, (ইহাদিগকে) বল এক সমান (হইতে পারে) কি অন্ধ

وَالْبَصِيْرُ ۵ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۵ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ

অল্-বাছীরো, আম্-হাল্ তাছ্তাভেজ্জোলোমা-তো অন্নূরো- আম্ জাআলূ লেল্লা-হে

এবং চক্ষুষ্মান? অথবা এক সমান (হইতে পারে) কি অন্ধকার এবং আলোক? (৯) ইহারা কি স্থির করিয়া রাখিয়াছে

(৮) মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ দুনিয়ার বন্দোবস্তের জন্য যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা কাহারও তছলীমের (মান্যতার) মুখাপেক্ষী নহে,—তদ্রূপ ছায়া। ছায়া কখনও এ-দিকে আর কখনও ওদিকে নিজের ক্ষমতায় মৃত্তিকায় পতিত হয় না, নিজের ক্ষমতায় বিস্তীর্ণও হয় না এবং সঙ্কুচিতও হয় না কাজেই যাহারা আল্লার মোন্কের, তাহারা যদিও মৌখিক এন্কার করিতেছে, কিন্তু তাহারা আল্লার হুকুম হইতে বাহিরে যাইতে সক্ষম নহে। তাহারা সৃষ্টি হইয়াছে আল্লার হুকুমে, তাহারা বাঁচিয়া আছে আল্লার হুকুমে, তাহারা মরিবে আল্লার হুকুমে। আল্লার এন্কার ত তখনই দলীল-সম্মত, যখন আল্লার নিয়মের স্থলে কেহ কোন নূতন নিয়ম দুনিয়াতে প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়।

(৯) কাফেরকে অন্ধকারের সহিত আর ঈমানকে নূর অর্থাৎ আলোকের সহিত এবং কাফেরকে অন্ধের সহিত ও মোমেনকে চক্ষুষ্মানের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ط

শোরাকা—আ খালাকু কাখাল্‌কেহী- ফাতাশা-বাহাল্ খাল্‌কো আলায়্‌হিম্,

আল্লার এরূপ শরিক যে তাঁহারই মত মখ্‌লুক ইহারাও তৈরী করিয়া রাখিয়াছে যাহাতে এক্ষণ ইহাদের মখ্‌লুক সম্বন্ধে (এই) সন্দেহ জাগিয়াছে (যে ইহা কাহার তৈরী),

---

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

কোলেল্লা-হো খা-লেকো কুল্লে শায়এঙ অহোওয়াল্ ওয়া-হেদোল্ কাহ্‌হা--র্।

(হে নবি ! ইহাদিগকে) বল যে আল্লাহই সকল জিনিষের সৃষ্টিকর্ত্তা আর তিনিই অদ্বিতীয় (কেহই তাঁহার শরিক নাই আর ইহা তিনি সকলের উপর) বিজয়ী

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

আন্‌যালা মেনাছ্‌ছামা—এ মা—আন্ ফাছা-লাৎ আও্‌দেয়্যাতোম্ বেকাদারেহা-

(তিনিই) আছমান হইতে পানি বর্ষাইয়াছেন তবেই নিজের (নিজের সামাই-এর) পরিমাণ মত নদীসকল প্রবাহিত (অবস্থায় বাহির হইয়াছে

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ط وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ

ফাহ্‌তামালাছ্‌ছায়্‌লো যাবাদার্‌রা-বিয়্যা-। অমেম্মা ইউকেদূনা আলায়্‌হে

তারপর (যখন নদীগুলিতে পানির তরঙ্গ আসিল তখন) ময়লা যাহা (পানীর উপরে উঠিয়াছিল) তাহাকে (পানির) তরঙ্গ উঠাইয়া (নিজের সম্মুখে করিয়া) লইল, আর যে (ব্যক্তি) গহনা কিম্বা

فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ط كَذَٰلِكَ

ফেন্‌না-রেব্‌তেগা—আ হেল্‌য়্যাতেন্ আও্ নাতা-এন্ যাবাদোম্ মেছ্‌লোহূ । কাজা-লেকা

অন্য সাজ ও সামানের জন্য (ধাতুগুলিকে) আগুনে পোড়াইয়া থাকে উহাতে(ও) এইপ্রকার খাদ (জড়িত) থাকে (আর তাহা পোড়াইলে পৃথক হইয়া পড়ে), এইরূপই

يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ

য়্যাদ্‌রেবোল্লা-হোল্ অল্ হাক্কা অল্-বা-তেল্। ফাআম্মায্‌যাবাদো ফায়্যাজ্‌হাবো

আল্লাহ হক ও বাতেলের (দৃষ্টান্ত) বর্ণনা ফর্ম্মাইতেছেন (যে পানি হক-এর স্থানে রহিয়াছে এবং ময়লা বা খাদ বাতেলের স্থানে), অপিচ ময়লা ত

جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ط

জোফা—আন্, অআম্মা মা- য়্যান্‌ফায়োন্‌না-ছা ফায়্যাম্‌কোছো ফেল্-আর্‌দে,

অনর্থক যায়, (পানি) যাহা লোকদিগের উপকারে আইসে তাহা মাটীতে স্থিত থাকে,

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ

কাজা-লেকা য়্যাদ্‌রেবোল্‌লা-হোল্ আম্‌ছা-ল্। লেল্‌লাজীনাছ্‌তাজা-বূ লেয়াব্বেহেমোল্

আল্লাহ (লোকদিগের বুঝাইবার জন্য) এইভাবে দৃষ্টান্তগুলির বর্ণনা করিতেছেন ;—তাহাদের জন্য যাহারা নিজেদের পালনকারীর কথা মানিয়া লইয়াছে

الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ

হোছ্‌না,-অল্লাজীনা লাম্ য়্যাছ্‌তাজীবূ লাহূ লাও্ আন্না লাহুম্ মা- ফেল্-আর্‌দে

উত্তম (বলিয়া), আর যাহারা তাঁহার কথা মানিয়া লয় নাই (কেয়ামত-দিবসে তাহাদের এই অবস্থা হইবে যে) যাহা কিছু জমীনে রহিয়াছে যদি তাহা

جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ

জামীআও্ অমেছ্‌লাহূ মাআহূ লাফ্‌তাদাও্ বেহী-, উলা—একা লাহুম্ ছূ—ওল্

সমুদয়ই এই (শেষোক্ত) ব্যক্তির অধিকারে থাকে এবং তাহার সাথে ততটা আরও তাহা হইলে ইহারা নিজেদের বদলে সে সমুদয়কে (সন্তুষ্ট মনে) দিয়া দেয়, এই লোকেরাই যাহাদের জন্য জঘন্য

الْحِسَابِ ۝ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ

হেছা-ব্, অমা'-ওয়া-হুম্ জাহান্নাম্, অবে'-ছাল্ মেহা-দ্। ৪ আফামাই-য়্যা'লামো

প্রকারে হিসাব লওয়া হইবে, আর উহাদের (শেষ) অবস্থিতি স্থল দোজখ, আর (দোজখে খুবই) জঘন্য শয্যা। (হে নবি!) যে ব্যক্তি এ-কথা বুঝে

৪
২/৮
রুকু

اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ

আন্‌নামা— ওন্‌যেলা এলায়্‌কা মের্‌রাব্বেকাল্ হাক্‌কো কামান্ হোওয়া আ'-মা-,

যে (কোরআন) যাহা তোমার পালনকারীর পক্ষ হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে (তাহা) বরহক (এ-ব্যক্তি) সেই ব্যক্তির ন্যায় কি (বে-নছীব থাকিতে পারে,) যে ব্যক্তি অন্ধ (আর অন্ধের এরূপ সুস্পষ্ট কথাও দৃষ্টিগোচর হয় না),

النصف

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

ইন্‌নামা- য়্যাতাজাক্কারো উলোল্ আল্‌বা-ব্ ;—আল্‌লাজীনা ইউ্‌ফূনা বেআহ্‌দেল্‌লা-হে

(কোরআন দ্বারা ত) মাত্র সেই লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে যাহারা জ্ঞানী। (ইহারা সেইলোক) যাহারা আল্লার (সহিত তাঁহার বান্দা হওয়ার যে) ওয়াদা(করিয়াছে তাহা)কে পুরা করে

وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ

অলা-য়্যান্‌কোদ্বূনাল্ মীছা-ক্। অল্লাজীনা য়্যাছেলূনা মা— আমারাল্লা-হো

এবং (নিজেদের) একরার ভঙ্গ করে না। আর (ইহারা সেই লোক) যাহারা (তাহাকে) জোড়া রাখে আল্লাহ নির্দ্দেশ দিয়াছেন

بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۟

বেহী— আঁই-ইউছালা অয়্যাখ্শাওনা রাব্বাহুম্ অয়্যাখা-ফূনা ছূ—আল্ হেছা-ব্।

যে (আপোষ) সম্বন্ধে জোড়া রাখার আর নিজেদের পালনকারীকে ভয় করে আর (কেয়ামত-দিবসে) জঘন্য হিসাবের চিন্তা রাখে।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا

অল্লাজীনা ছাবারোব্তেগা—আঅজ্হে রাব্বেহিম্ অআকামোছছালা-তো অ আন্ফাকূ

আর (ইহারা সেই লোক) যাহারা নিজেদের পালনকারীর মুখ চাওয়ার উদ্দেশ্যে (দুনিয়ার সর্ব্বপ্রকার কষ্টে) ছবর করে (১০) এবং নামাজ পড়ে আর ব্যয় করে

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ

মেম্মা- রাযাক্না-হুম্ ছের্রাও অআলা-নেয়্যাতাও অয়্যাদ্রাউনা বেল্ হাছানাতেছ্-

আমি (অর্থাৎ আল্লাহ) তাহাদিগকে যে রুজী দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লার পথে) আর (লোকদিগের প্রতি) উপকার করে

السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۟ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا

ছায়্যেআতা উলা—একা লাহুম্ ওক্বাদ্দা-র্। জান্না-তো আদ্নেই য়্যাদ্খোলূনাহা-

অপকারের পরিবর্ত্তে ইহারাই যাহাদের জন্য পরকালের (উত্তম) ঘর রহিয়াছে (অর্থাৎ) চির বসবাসের বাগান যাহাতে সেই ব্যক্তি (নিজেও) প্রবেশ করিবে

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ

অমান্ ছালাহা মেন্ আ-বা—এহিম অআয্ওয়া-জেহিম্ অজোর্রীয়্যা-তেহিম্

আর তাহার পিতৃপুরুষগণ ও তাহার ভার্য্যাগণ ও তাহার সন্তান-সন্ততিগণ-এর মধ্য হইতে যে (যে) ব্যক্তি পুণ্যবান হইবে (সকলেই তাহার সঙ্গে যাইবে)

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۟ سَلٰمٌ

অল্-মালা—একাতো য়্যাদ্খোলূনা আলায়হিম্ মেন্ কুল্লে বা-ব্। ছালা-মোন্

আর (বেহেশতের) প্রত্যেক দ্বার হইতে ফেরেশতাগণ (বার বার) তাহাদের কাছে আসিবে। (এবং বলিবে) ছালাম

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۟ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ

আলায়কুম্ বেমা- ছাবারতুম্ ফানে'-মা ওক্বাদ্দা-র্। অল্লাজীনা য়্যান্কোদূনা

তোমাদের প্রতি (আর বলিবে যে দুনিয়াতে সেই) যে তোমরা ছবর করিয়াছিলে ইহা তাহারই ফল অপিচ (মাশা আল্লাহ তোমাদের) কিরূপই উত্তম পরিণতি (হইয়াছে)। আর যাহারা ভঙ্গ করে

---

(১০) "এব্তেগা—আ অজ্হে রাব্বেহিম্" এর শাব্দিক অর্থ হইতেছে—নিজেদের পালনকারীর মুখ চাহিবার জন্য ইহার মর্ম্ম—আল্লার সন্তুষ্টি অর্জ্জনের জন্য, আর উর্দ্দূর প্রচলিত ভাষায় "মুখ চাহিবার" অর্থেও এই মর্ম্মই বুঝায়।

عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ

আহ্দাল্লা-হে মেম্ বা'দে মীছা-কেহী অয়্যাক্‌তাউনা মা— আমারাল্লা-হো

আল্লার একরার তাহার সম্বন্ধে পরিপক্ক কওল ও কারার করার পরে আর (তাহাকে) ছিন্ন করে যাহার (অর্থাৎ যে আপোষ সম্বন্ধের) আল্লাহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ

বেহী— আঁই-ইউছালা অইয়োফ্‌ছেদূনা ফেল্-আর্‌দ্, উলা—একা লাহোমোল্-

জোড়া রাখার এবং দেশে কলহ দাঁড় করায়, ইহারাই যাহাদের জন্য

اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

লা'-নাতো অলাহুম্ ছু—ওদ্‌দা-র্। আল্লা-হো য়্যাব্‌ছোতোর্ রেয্‌কা

লা'নৎ রহিয়াছে আর (লা'নৎ ছাড়াও) উহাদের জন্য জঘন্য পরিণতি রহিয়াছে। আল্লাহ বাড়াইয়া দেন রুজী

لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا

লেমাইঁ-য়্যাশা—য়ো অয়্যাক্‌দেরো, অফারেহূ বেল্-হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা-, অমাল্

যাহাকে ইচ্ছা এবং (যাহাকে ইচ্ছা) পরিমাণ মত দেন, আর (কাফেরগণ) পার্থিব জীবনেই (অতি) সন্তুষ্ট রহিয়াছে, অথচ

---

৫ ৩ ৯ রুকু

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ

হায়্যা-তোদ্দোন্‌য়্যা- ফেল্-আ-খেরাতে ইল্লা- মাতা-য়ো। ৫ অয়্যাকূলোল্লাজীনা

পার্থিব জীবন পরকালের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ জিনিষ। আর (হে নবি! উহারা ইহাও) বলিয়া থাকে যাহারা

كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ

কাফারূ লাওলা— ওনযেলা আলায়হে আ-য়্যাতোম্ মের্রাব্বেহী, ক্বোল্ ইন্নাল্লা-হা

(তোমার রেছালতের) মোন্‌কের কেন অবতীর্ণ হয় নাই ইহার উপর (অর্থাৎ তোমার উপর) কোন মো'জেযাহ ইহার পালনকারীর পক্ষ হইতে, (তুমি উহাদিগকে) বল (মো'জেযায় কি হইয়া থাকে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই

يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝ۖ اَلَّذِيْنَ

ইয়োযেল্লো মাইঁ-য়্যাশা—য়ো অয়্যাহ্‌দী— এলায়হে মান্ আনা-ব্। আল্লাজীনা

যাহাকে ইচ্ছা করেন (তাহাকে) পথভ্রষ্ট করেন আর (তিনি) তাঁহার দিকে (পৌঁছানোর) পথ দেখান (সেই ব্যক্তিকে) যে ব্যক্তি (তাঁহার দিকে) নিবিষ্ট হয়। (ইহারা সেই লোক) যাহারা

آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ

আ-মানূ অতাৎমায়েন্নো কোলূবোহুম্ বেজেক্‌রেল্লা-হে, আলা- বেজেক্‌রেল্লা-হে

ঈমান আনিয়াছে আর সান্ত্বনা লাভ করে তাহাদের অন্তঃকরণগুলি আল্লার স্মরণ দ্বারা, (আর) শুনিয়া (এবং জানিয়া) রাখ যে আল্লার স্মরণে

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ اَلَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

তাৎমায়েন্নোল্ কোলূব। আল্লাজীনা আ-মানূ অআমেলোছ্- ছা-লেহা-তে

মনের সান্ত্বনাই আসিয়া থাকে। (এমন অবস্থায়) যাহারা ঈমান আনিল আর (তাহারা) আমল করিল

طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ

তূবা- লাহুম্ অহোছ্‌নো মাআ-ব্। কাজা-লেকা আর্‌ছাল্‌না-কা ফী— ওম্মাতেন্

সৎকাজের(ও) তাহাদের জন্য (পরকালে) সুঅবস্থা রহিয়াছে এবং (রহিয়াছে) উত্তম প্রত্যাবর্ত্তনস্থল। (হে নবি ! যদ্রূপ আমি অন্যান্য নবি প্রেরণ করিয়াছিলাম) তদ্রূপই আমি তোমাকেও পাঠাইয়াছি (এমনই সময়ের) লোকদিগের দিকে (পয়গাম্বর করিয়া)

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ

কাদ্ খালাৎ মেন্ কাব্‌লেহা— ওমামোল্-লেতাৎলোওয়া- আলায়্‌হেমোল্

যাহাদের আগে অন্যান্য লোকও গত হইয়া গিয়াছে (আর তোমাকে প্রেরণের) উদ্দেশ্য এই যে তাহা (তুমি) ইহাদিগকে পড়িয়া শুনাও

الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ

লাজী— আওহায়্‌না— এলায়্‌কা অহুম্ য়্যাক্‌ফোরূনা বের্‌রাহ্‌মা-ন্, কোল্ হোওয়া

তোমার প্রতি অহীর দ্বারা আমি যাহা (অর্থাৎ যে-কোরআন) অবতরণ করিয়াছি আর উহারা (কেবল তোমার পয়গাম্বরীর মোন্‌কের নহে বরং) রহ্‌মানের(ই) মোন্‌কের, (তুমি উহাদিগকে) বল যে তিনিই

رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝

রাব্বী লা— এলা-হা ইল্লা- হোওয়া, আলায়্‌হে তাঅক্কাল্‌তো অএলায়্‌হে মাতা-ব্।

আমার পালনকর্ত্তা তাঁহার ছাড়া কোনও মা'বুদ নাই, আমি তাঁহারই ভরসা রাখি এবং (সর্ব্ব বিষয়ে আমি) তাঁহারই দিকে তাওবাহ্ করিয়া থাকি।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ

অলাও, আন্‌না কোর্‌আ-নান্ ছোয়্যেয়্যেরাৎ বেহেল্-জেবা-লো আও্ কোত্তেআৎ

আর যদি (কোনও) কোরআন (এরূপ নাজেল হইয়া) থাকিত যাহার (বরকত) দ্বারা পাহাড় চালিত হইত অথবা অতিক্রম করা যাইত

بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ

বেহেল্-আর্‌দো আও্ কোল্লেমা বেহেল্-মাওতা-, বাল্ লেল্লা-হেল্ আম্‌রো
তাহার (বরকত) দ্বারা মৃত্তিকা(র দূরত্ব সহজে) কিম্বা তাহার (বরকত) দ্বারা মৃতগণের সহিত কথা কহা
চলিত (তত্রাচও ইহারা ঠিক পথ আচরণ করিত না), বরং (আসল কথা এই যে) আল্লারই রহিয়াছে ক্ষমতা

جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ

জামীআ-, আফালাম্ য়্যায়্আছেল্লাজীনা আ-মানূ— আঁল্লাও্ য়্যাশা—য়োল্লা-হো
সমস্তই, অথচ না জানিয়াই কি নিরাশ হইল মুছলমান যে যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন

لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا

লাহাদান্নাছা জামীআ-, অলা- য়্যাযা-লোল্লাজীনা কাফারূ তোছীবোহুম্ বেমা-
তাহা হইলে সমস্ত লোককে হেদায়েত করিতেন, আর পৌঁছিতেই থাকিবে যাহারা মোন্‌কের (অর্থাৎ
মক্কায় কাফের) তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকার্য্যের (শাস্তির) দরুণ

صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ

ছানাউ কা-রেআতোন্ আও্ তাহোল্লো কারীবাম্ মেন্ দা-রেহিম্ হাৎতা- য়্যা'-তেয়্যা
(কোন না কোন) মছীবত (যাহা ইহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকিবে কিম্বা ইহাদের যদি না
পৌঁছে তাহা হইলে ইহাদের বসবাসের) বস্তীর আশে-পাশে আসিয়া পৌঁছিবে এ-পর্য্যন্ত যে পূর্ণ হয়

ع ৪ ১০ রুকু

وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

অ'-দোল্লা-হে, ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়োখ্‌লেফোল মীআ-দ্। ع অলাক্কাদেছ্‌তোহ্‌যেআ
আল্লার (শেষ) ওয়াদা (অর্থাৎ মক্কা-জয়), নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফী করেন না। (১১)
আর (হে নবি !) অবশ্য নিশ্চয়ই ঠাট্টা (বিদ্রূপ) করা হইয়া ছিল

بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ

বেরোছোলেম্ মেন্ কাব্‌লেকা ফাআম্‌লায়্‌তো লেল্লাজীনা কাফারূ ছোম্মা
পয়গাম্বরদিগকে তোমার অগ্রে তখন আমি (কিছু দিবস) মোন্‌কেরগণকে ফেরুছত দিই তারপর

أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ

আখাজ্‌তোহুম্, ফাকায়্‌ফা কা-না এক্কা-ব্। আফামান্ হোওয়া কা—এ মোন্ আলা-
আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করি, অথচ আমার শাস্তি কিরূপ (কঠোর) ছিল। অতএব যে (আল্লাহ্) কি

(১১) মর্ম্ম এই এই যে, কাফেরগণ নিজেদের বদ আমলের জন্য ত শাস্তিতে থাকিতে পারিবেই না ইহা স্বয়ং তাহাদের উপর কোন মছীবত আসিতে থাকিবে কিম্বা তাহাদের আশে-পাশের লোকদিগের উপর মছীবত পড়িবে, উহা এ-পর্য্যন্ত যে, এক দিবস এছলামের বিজয় ডঙ্কা বাজিবে সে ওয়াদা আল্লাহ্ করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ হইলও তাহাই,—মুছলমানগণ শত নির্য্যাতন সহ্য করিতে করিতে অবশেষ মক্কা শহর দখল করিয়া বসিল।

كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ

কুল্লে নাফ্ছেম্ বেমা কাছাবাৎ, অজ্আলূ লেল্লা-হে শোরাকা—আ, কোল্

প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যাবলীর খবর রাখেন (তাহাদিগকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিবেন)? আর ইহারা আল্লার জন্য (অন্যান্য) শরিক স্থির করে, (হে নবি! ইহাদিগকে) বল

سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ

ছাম্মূহুম্, আম্ তোনাব্বেউনাহু বেমা- লা’- য়্যা’ লামো ফেল্-আর্.দ আম্ বেজা-হেরেম্

যে তোমরা ত উহ (অর্থাৎ সেই শরিক) দিগের নাম লও, কিম্বা তোমরা আল্লার এরূপ শরিকগণের (থাকার) খবর দিতেছ যাহাদিগকে তিনি জানেন না (যে) জমীনে (কোথায় অবস্থিতি করে) অথবা (তোমরা) উপরি

مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا

মেনাল্ কাওলে, বাল্ যোয়্ইয়্যেনা লেল্লাজীনা কাফারু মাক্‌রোহুম্ অছোদ্দূ

(সারশূন্য) কথা তৈরী করিতেছ, বরং (কথা এই যে) মোন্‌কেরগণের নিজেদের চালাকীগুলি উত্তম বিবেচিত হয় আর উহারা ত আবদ্ধ অবস্থায় আছে

عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ لَّهُمْ

আনেছ্ছাবীল, অমাই ইয়োদ্‌লেলেল্লা-হো ফামা- লাহূ মেন্ হা-দ্। লাহুম্

(এমনিই সরল) পথ হইতে, আর আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন কেহই তাহার পথ প্রদর্শনকারী নাই। উহাদের জন্য

عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ

আজা-বোন্ ফেল্-হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা- অলাআজা-বোল্ আখেরাতে আশাক্‌কো,

পার্থিব জীবনে(ও) আজাব রহিয়াছে (এবং পরকালেও আজাব রহিয়াছে) আর নিশ্চয়ই অধিক কঠোর পরকালের আজাব (পার্থিব আজাব অপেক্ষা),

---

وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ۝ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ

অমা- লাহুম্ মেনাল্লা-হে মেও্ অয়া-ক্। মাছালোল্ জান্নাতেল্লাতী ভোএদাল্

আর আল্লা(র আজাব) হইতে কেহই উহাদের রক্ষাকর্ত্তা নাই। যে (বেহেশ্‌ত) বাগানের ওয়াদা দেওয়া গিয়াছে

الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ

মোত্তাকূনা, তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহাল্ আন্‌হা-র্, ওকোলোহা- দা—এমোঙ্

পরহেজগারদিগকে সেই (বেহেশ্‌ত) বাগানের প্রশংসা এই যে, তাহার নিম্নদেশে নদী সকল প্রবাহিত রহিয়াছে, সেই বাগানের ফল সর্ব্বদাই (তাজা)

وَّ ظِلُّهَا ط تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا قلے وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ○

অজ্জেল্লোহা-, তেল্‌কা ওক্‌বাল্‌লাজীনাত্তাকাও, অওক্‌বাল্‌-কা-ফেরীনান্‌না-র্‌।

আর (অনুরূপই) তাহার ছায়া (তৃপ্তিকর), ইহাই তাহাদের শেষ পরিণতি যাহারা (দুনিয়ায়) পরহেজগারী করিত, আর কাফেরগণের শেষ পরিণতি দোজখ।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

অল্‌লাজীনা আ-তায়্‌না-হোমোল্‌-কেতা-বা য়্যাফ্‌রাহূনা বেমা— ওন্‌যেলা এলায়্‌কা

আর (হে নবি!) যাহাদিগকে (অর্থাৎ যে সকল মুছলমানকে) আমি (এই) কেতাব দান করিয়াছি তাহারা ত যাহা যাহা (অর্থাৎ যে যে নির্দ্দেশ) তোমার প্রতি অবতরণ করা গিয়াছে তৎসমস্ত হইতেই সন্তুষ্ট থাকে

وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ط قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ

অমেনাল্‌ আহ্‌যা-বে মাই-ইয়্যোনকেরো বা'-দাহূ, ক্বোল্‌ ইন্‌নামা— ওমের্‌তো আন্‌

আর দ্বিতীয় দল উহার (অর্থাৎ কেতাবের অর্থাৎ—কোরআনের) কোন কোন বিষয়ে এন্‌কার করে, (হে নবি! তুমি এই মোনকেরদিগকে) বল যে (তোমাদের মানা না মানার ক্ষমতা রহিয়াছে) আমি ত আদিষ্ট হইয়াছি যে

اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ط اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ○

আ'-বোদাল্‌লা-হা অলা— ওশ্‌রেকা বেহী, এলায়্‌হে আদ্‌উ অএলায়্‌হে মাআ-ব্‌।

আমি আল্লারই এবাদত করি আর কাহাকেও আমি তাহার অংশী স্থির না করি, (তোমাদের সকলকে) আমি তাহারই দিকে আহ্বান করিতেছি আর তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্ত্তন রহিয়াছে। (১২)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

অকাজা-লেকা আন্‌যাল্‌না-হো হোক্‌মান্‌ আরাবীয়্যান্‌, অলা এনেত্তাবা'-তা

আর এই ভাবেই (যে ভাবে এই কোরআন) আমি নাজেল করিয়াছি ইহাকে ফরমানে-আরাবী (ভাষায় যাহাতে এই আরববাসীরা সহজে বুঝিতে পারে) আর (হে নবি!) যদি তুমি অনুসরণ কর ইহাদের

اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ

আহ্‌ওয়া—আহুম্‌ বা'-দা মা- জা—আকা মেনাল্‌ এল্‌মে, মা- লাকা মেনাল্‌লা-হে

ইচ্ছার ইহার পরেও যে তোমার জানা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আল্লার মোকাবেলায়

(১২) আমি (অর্থাৎ অনুবাদক) অর্থের মধ্যে الذين اتينهم الكتب "আল্‌লাজীনা আ-তায়্‌না-হোমোল্‌কেতা-বা" হইতে মুছলমান ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু এই শব্দগুলি হইতে প্রায়ই আহলে-কেতাব অর্থাৎ য়িহুদী ও নাছারাকে বুঝায়। কাজেই যদি এখানেও হয়, তবুও মর্ম্ম ঠিক দাঁড়াইতেছে। তদবস্থায় সেই সকল য়িহুদী ও সেই সকল নাছারা (অর্থাৎ খৃষ্টান)-এর দিকে ইশারা দাঁড়াইবে, যাহারা মুছলমান হইয়া গিয়াছিল। একবিংশ পারার শুরুতেও এই প্রকারের একটী আয়ত রহিয়াছে আর তথায় অর্থে এই মর্ম্মই অবলম্বন করিয়াছি।

مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ

মেঙ্‌ অলীয়্যেঙ্‌ অলা- ওয়া-ক্‌। ৫ অলাকাদ্‌ আর্‌ছাল্‌না- রোছোলাম্‌ মেন্‌ কাব্‌লেকা

কেহ তোমার সাহায্যকারী(ও) নাই এবং রক্ষাকারীও নাই ! আর অবশ্য নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম বহু রছুল তোমাদের পূর্ব্বেও

৫/১১ রুকু

وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ

অজ্বাআল্‌না- লাহুম্‌ আয্‌ওয়া-জ্বাঙ্‌ অজোর্‌রীয়্যাহ্‌, অমা- কা-না লেরাছুলেন্‌

আর আমি দিয়াছিলাম তাহাদিগকে ভার্য্যা এবং (দিয়াছিলাম তাহাদিগকে) সন্তান সন্ততি(ও), আর কোনও রছুলের শক্তি ছিল না

اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝

আই-য়্যা’-তেয়্যা বেআ-য়্যাতেন্‌ ইল্‌লা- বেএজ্‌নেল্‌লা-হে, লেকুল্লে আজ্বালেন্‌ কেতা-ব্‌।

যে কোন মো’জেযাহ্‌ আনিয়া দেখায় আল্লার বিনা হুকুমে, প্রত্যেকের জন্য (আমার নিকটে এক প্রকার) ওয়াদা লিখিত রহিয়াছে। (১৩)

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ج وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝

য়্যাম্‌হোল্‌লা-হো মা- য়্যাশা—য়ো অইয়্যোছ্‌বেতো, অইন্দাহূ— ওম্মোল্‌-কেতা-ব্‌।

(উহা হইতে) দূর (মন্‌ছুখ) করিয়া দেন আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা আর (যাহাকে ইচ্ছা) ঠিক রাখেন, আর মূল কেতাব (অর্থাৎ লওহে মাহফুজ) তাঁহারই কাছে (রহিয়াছে)।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

অইম্‌মা- নোরেয়্যান্নাকা বা’-দাল্লাজী নাএদোহুম্‌ আও্‌ নাতাঅফ্‌ফায়্যান্নাকা

আর (হে নবি ! আজাব ইত্যাদির) যদ্রূপ যদ্রূপ ওয়াদ ইহাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফেরদিগের) সহিত আমি করিতেছি হয় (তাহার) কোন কোন ওয়াদা আমি (তোমার জীবদ্দশায়) তোমাকে দেখাইয়া দিব কিম্বা আমি তোমাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লইব

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا

ফাইন্‌নামা- আলায়্‌কাল্‌ বালা-গো অআলায়্‌নাল্‌ হেছা-ব্‌। আওয়া লাম্‌ য়্যারাও্‌

উভয় অবস্থায়ই (আমার নির্দ্দেশাবলী) পৌছিয়া দেওয়া তোমার কার্য্য আর (ইহাদের হইতে) হিসাব লওয়া আমার কার্য্য। ইহারা কি দেখে নাই

(১৩) মর্ম্ম এই যে, যত ঘটনা রহিয়াছে সেগুলি ছাড়া মো’জেযাহ্‌ও রহিয়াছে। সকলেরই এক এক সময় রহিয়াছে। তৎপরতা অবলম্বনেও কোন কাজ সময়ের পূর্ব্বে সম্ভবপর নহে। বিষয়াবলীর মধ্যে এক প্রকারের নির্দ্দিষ্টতা ত রহিয়াছে যে, তাহাতে আল্লার মর্জ্জি মোতাবেক রদ-বদলও হইয়া থাকে। অ[illegible] এক হুকুম কাৎয়ী অর্থাৎ অকাট্য নির্দ্দেশ রহিয়াছে—তাহা কখনও রদ হয় না এবং পরিবর্ত্তনও হয় না।

أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ

আন্না- না'-তেল্-আর্দা নান্কোছোহা- মেন্ আৎরা-ফেহা-, অল্লা-হো-, য়্যাহ্কোমো

যে আমি (এছলামের বিজয় দ্বারা) দেশকে সকল দিক হইতে দাবাইয়া চলিয়া আসিতেছি, আর আল্লাহ্ (যাহা ইচ্ছা) নির্দ্দেশ করেন

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ؕ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

লা- মোআক্কেবা লেহোক্মেহী, অহোওয়া ছারীওল্ হেছা-ব্। অকাদ্ মাকারাল্লাজীনা

কেহই তাঁহার হুকুমের পশ্চাতে লাগিতে পারে না, আর তিনি অতি সত্বর হিসাবগ্রাহী। আর (পয়গাম্বরগণের বিরুদ্ধে নিজের নিজের) ফন্দী খাটাইয়া ছিল (তাহারাও) যাহারা

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ

মেন্ কাব্লেহিম্ ফালেল্লা-হেল্ মাক্রো জ্বামীআ-, য়্যা'-লামো মা- তাক্ছেবো কুল্লো

ইহাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণের) অগ্রে গত হইয়া গিয়াছে কিন্তু আল্লারই জন্য সমস্ত ফন্দী, আল্লাহ্ই জানেন যাহা কিছু করিতে রহিয়াছে প্রত্যেক

نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ○ وَيَقُولُ الَّذِينَ

নাফ্ছেন্, অছায়্যা'-লামোল্ কোফ্ফা-রো লেমান্ ওক্বাদ্দা-র্। অয়্যাকূলোল্লাজীনা

ব্যক্তি (তৎসমস্তই), আর কাফেরগণ অতি শীঘ্রই জানিতে পারিবে যে কাহার পরিণাম শুভ। আর (হে নবি !) মোন্কেরগণ বলে যে

كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

কাফারূ লাছ্তা মোর্ছালান্, কোল্ কাফা- বেল্লা-হে শাহীদাম্ বায়্নী অবায়্নাকুম্,

তুমি পয়গাম্বর নও, (তুমি ইহাদিগকে) বল আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাক্ষ্য আমার ও তোমাদের মধ্যে

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

অমান্ এন্দাহু এলমোল্ কেতা ব্। ৪

আর যাহার নিকট (আছমানী) কেতাবগুলির এলেম রহিয়াছে (কারণ, সেগুলির মধ্যে আমার সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্বাণী মওজুদ রহিয়াছে)।

৪ ৬ | ১২ রুকু

ছুরা—এব্রাহীম মক্কায় অবতীর্ণ হয়	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ○ বিছমিল্লা-হির্রাহ্মা-নির্রাহীম্। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এইছুরায় ৭ রুকু এবং ৫২ আয়ত।

الٓرٰ ۚ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ

আলেফ্-লা—ম্-রা-; কেতা-বোন্ আন্যাল্না-হো এলায়্কা লেতোখ্রেজ্বোন্না-ছা

আলেফ্-লা—ম্-রা-, (হে নবি !) এই (কোরআন একটী অতি উত্তম শ্রেণীর) কেতাব ইহাকে আমি অবতরণ করিয়াছি তোমার প্রতি এ-জন্য যে তুমি বাহির করিয়া লইয়া আইস লোকদিগকে

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ

মেনাজ্‌জোলোমা-তে এলান্‌নূর; বেএজ্‌নে রাব্বেহিম্‌ এলা- ছেরা-তেল্‌ আযীযেল্‌

(কোফরীর) অন্ধকার হইতে (ঈমানের) আলোক—ইহাদের পালনকর্ত্তার হুকুমে (সেই পাক জাতের) পথের উপরে (লইয়া আইস) যাহা (অর্থাৎ যে-পথ সর্ব্বাপেক্ষা) জবরদস্ত

الْحَمِيْدِ ۙ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

হামীদেল্‌—লা-হেল্‌লাজী লাহূ মা- ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অমা- ফেল্‌-আর্‌দে,

(এবং সকল সময়ে ও সকল অবস্থায়) প্রশংসনীয়—আল্লাহ্‌ তাঁহারই যাহা কিছু আছমানে (রহিয়াছে) এবং যাহা কিছু (রহিয়াছে) জমীনে,

---

وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ

অঅয়্‌লোল্‌লেল্‌ কা-ফেরীনা মেন্‌ আজা-বেন্‌ শাদীদে ;— নেল্‌লাজীনা য়্যাছ্‌তাহেব্বূনাল্‌

আর নিরতিশয় আক্ষেপ কাফেরগণের (অবস্থার) উপর কঠিনতর আজাবের দিক দিয়া (যে আজাব পরকালে উহাদের উপর হইবে)—সেই যাহা ইহারা ভালবাসে

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

হায়্যা-তাদ্‌দোনূয়্যা- আলাল্‌ আ-খেরাতে অয়্যাছোদ্দূনা আন্‌ ছাবীলেল্‌লা-হে

দুনিয়ার জিন্দেগীকে পরকালের উপরে এবং আল্লার পথ(-এর উপর চলা) হইতে (লোকদিগকে) বাধা দেয়

وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا

অয়্যাব্‌গূনাহা- এওয়াজ্বা-, উলা—একা ফী দলা-লেম্‌ বায়ীদ। অমা— আর্‌ছাল্‌না-

আর উহাতে (অর্থাৎ আল্লার পথে) বক্রতা (সৃষ্টি করিতে) ইচ্ছা করে, ইহারাই প্রথমশ্রেণীর গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে। আর যখনই আমি পাঠাইয়াছি

مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ

মের্‌রাছূলেন্‌ ইল্‌লা- বেলেছা-নে কাওমেহী লেইয়্যোবায়্যেয়্যেনা লাহুম্‌, ফাইয়্যোদেল্‌লোল্‌-

কোন পয়গাম্বর তখন (তাহাকে) তাহারই কওমী জবানে (অর্থাৎ তাহারই সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা কহারূপে পাঠাইয়াছি) যাহাতে সেই পয়গাম্বর তাহা(র কওম)দিগকে (ভালমতে) বুঝাইতে পারে, তদ্‌সত্বেও গোমরাহ্‌ করিয়া থাকেন

اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

লা-হো মাই-য়্যাশা—য়ো অয়্যাহ্‌দী মাই-য়্যাশা—য়ো, অহোওয়াল্‌ আযীযোল্‌

আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করিয়া থাকেন, আর তিনি জবরদস্ত

الْحَكِيْمُ ۝ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ

হাকীম। অলাকাদ্ আর্ছাল্না- মূছা- বেআ-য়্যা-তেনা— আন্ আখ্‌রেজ্ ক্বাওমাকা

(এবং) মহিমাময়। (১) আর আমি মূছাকে(ও) নিজের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়া ছিলাম (এবং মূছাকে হুকুম করিয়া ছিলাম) যে (হে মূছা! তুমি) বাহির করিয়া লইয়া আইস নিজের কওমকে

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

মেনাজ্জোলোমা-তে এলান্নূর; অজাক্কের্ হুম্ বেআয়্যা-মেল্লা-হে, ইন্না ফী জা-লেকা

(কুফরীর) অন্ধকার হইতে (ঈমানের) আলোতে, (২) কারণ উহাতে (অর্থাৎ সেই মশ্‌হুর মশ্‌হুর ঘটনাগুলির মধ্যে আল্লার কোদ্‌রতের এবং বান্দার শিক্ষাগ্রহণের)

لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا

লাআ-য়্যা-তেল্ লেকুল্লে ছাব্বা-রেন্ শাকূর। অএজ্ ক্বা-লা মূছা- লেকাওমেহেজ্‌কোরূ

বহু নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ছবরকারী ও শোকরকারীর জন্য। আর (সেই সময়ের কথা ইহাও যে) মূছা নিজের কওম(-এর লোকদিগ)কে যখন বলিয়া ছিল যে (ভ্রাতৃগণ) তোমরা স্মরণ কর

نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ

নে'-মাতাল্লা-হে আলায়কুম্ এজ্ আন্জা-কুম্ মেন্ আ-লে ফের্‌আওনা য়্যাছূমূনাকুম্

আল্লার (সেই) নে'মতের বিষয় যাহা (তিনি) তোমাদের প্রতি দান করিয়াছেন যখন কি তিনি নাজাত দিয়াছিলেন তোমাদিগকে ফেরাউনের লোকদিগের (জুলুম) হইতে উহারা দিতে থাকিত তোমাদিগকে

سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ

ছূ—আল্ আজা-বে অইয়োজাব্বেহূনা আব্‌না—আকুম্ অয়্যাছ্‌তাহয়্যূনা নেছা—আকুম্,

জঘন্য রকমের শাস্তি আর (যাহাতে তোমাদের শক্তি নষ্ট হয় তজ্জন্য) তোমাদের (শিশু) পুত্রগণকে (খুঁজিয়া খুঁজিয়া) জবেহ্ করিত আর তোমাদের স্ত্রী(অর্থাৎ কন্যা)দিগকে (নিজেদের খেদমত ও কাজের জন্য) জীবিত রাখিত,

---

(১) মোন্‌কেরদিগের কোরআনের প্রতি আপত্তিগুলির মধ্যে এক আপত্তি ইহাও ছিল যে, কোরআন আরবী ভাষায় এবং আরবী আমাদের এই নবুয়তের দাবীকারী মোহাম্মদের মাতৃভাষা। কাজেই মোহাম্মদ কোরআনকে নিজে তৈরী করিয়া আল্লার দিকে উহার সম্বন্ধ লাগায় যে, কোরআন আল্লার কালাম। আর افواههم আমরা ইচ্ছা করিলে এ-ভাবের কালাম আমরাও তৈরী করিতে পারি, প্রকৃতই যদি আল্লার কোন পয়গাম্বর প্রেরণের অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে তিনি এরূপ ব্যক্তিকে প্রেরণ করিতেন যাহার ভাষায় আমরা কথা কহিতে পারিতাম না।" আল্লাহ্ উহাদের এই আপত্তির অতি অকাট্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন। আর এই আপত্তি বিশেষ করিয়া আরবের কাফেরগণ কর্তৃকই উত্থাপিত হইয়া ছিল। আর আল্লারঅভিপ্রায় ছিল—যেহেতু আরববাসীগণের নৈতিক অবস্থা সকলের অপেক্ষা অধিক খারাপ, তজ্জন্য অগ্রে ইহাদিগকেই সংশোধন করা—যাহাতে ইহাদের দ্বারা সারা দুনিয়ার লোকের অবস্থা সংশোধিত হয়।

(২) মা'রেকাগুলি অর্থে—খুব বিখ্যাত এবং স্মৃতিযোগ্য ঘটনাগুলি। যথা—নূহ্ নবীর সময়ের তুফান, ফেরাউনের নীল নদীতে ডুবা, কারুণের ঘরবাড়ীসহ মাটিতে ধ্বসিয়া যাওয়া—ইত্যাদি।

وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۚ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ

অফী জা-লেকুম্ বালা—ওম্ মের্‌রাব্বেকুম্ আজীম। ৫ অএজ্ তাআজ্জানা রাব্বোকুম্
আর ইহার (অর্থাৎ এই বিপদের) মধ্যে (তোমাদের ছবরের) কঠোর পরিক্ষা ছিল তোমাদের পালনকারীর পক্ষ হইতে। আর (সেই সময়ের কথা তোমাদের স্মরণ আছে কি) যখন অবহিত করিয়া দিয়াছিলেন তোমাদের পালন কর্ত্তা

৫
১
১৩
রুকু

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ○

লাএন্ শাকার্‌তুম্ লাআযী দান্নাকুম্ অলাএন্ কাফার্‌তুম্ ইন্না আজা-বী লাশাদীদ।
যে যদি তোমরা (আমার) শোকর করিতে থাক তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আরও অধিক (নে'মত) দান করিব আর যদি তোমরা না-শোক্‌রী কর তাহা হইলে (তোমাদের জানা আছে যে) আমার মার(ও) অতি কঠিন (মার)।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لا فَإِنَّ اللَّهَ

অকা-লা মূছা— ইন্ তাক্‌ফোরূ— আন্তুম্ অমান্ ফেল-আর্‌দে জামীআ-, ফাইন্নাল্‌লা-হা
আর মূছা (নিজের কওমের লোকদিগকে ইহাও) বলিয়াছিল যে যদি তোমরা আল্লার না-শোকরী কর এবং সারা জগতে যত লোক রহিয়াছে তোমরা সকলে (মিলিয়াও তত্রাচ আল্লাহ্‌র কিছুমাত্রও পর্‌ওয়া নাই), কারণ আল্লাহ্

لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ○ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

লাগানীইয়োন্ হামীদ। আলাম্ য়্যা'-তেকুম্ নাবায়োল্‌লাজীনা মেন্ কাব্‌লেকুম
বেনেয়াজ (আর সর্ব্ব অবস্থায়) হাম্‌দ(ছানার) যোগ্য পাত্র। তোমাদের কি নিকটে তাহাদের (অবস্থার) সংবাদ পৌঁছে নাই যাহারা তোমাদের পূর্ব্বে

قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ط لَا يَعْلَمُهُمْ

কাওমে নূহেও অআ-দেও অছামূদ। অল্‌লাজীনা মেম্-বা'-দেহিম্, লা- য়্যা'-লামোহুম্
নূহের এবং আদের এবং ছামূদের কওম ছিল? আর (তাহাদের) যাহারা উহাদের পরবর্ত্তী, তাহাদের খবর জানেন

إِلَّا اللَّهُ ط جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا

ইল্‌লাল্‌লা-হু, জা—আৎহুম্ রোছোলোহুম্ বেল্-বায়্যেনা-তে ফারাদ্দূ—
কেবলমাত্র আল্লাহ্ই, উহাদের পয়গাম্বরগণ উহাদের নিকটে আসিয়াছিল মো'-জেযাহসহ (আর যদ্রূপ দস্তুর রহিয়াছে) তদ্রূপ হাত নাড়িয়া নাড়িয়া তাহাদিগকে বুঝাইত তখন তাহারা উল্টা মারিয়া দিয়াছিল

أَيْدِيَهُمْ فِيْ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ

আয়্‌দেয়্যাহুম্ ফী—আফ্‌ওয়া-হেহিম্ অকা-লূ— ইন্না- কাফার্‌না- বেমা— ওর্‌ছেল্‌তুম্

তাহাদের হাতগুলিকে তাহাদেরই মুখের উপর (৩) আর তাহারা বলিয়াছিল যে আমরা ত তাহা মানি না তুমি (আল্লার পক্ষ হইতে) প্রেরিত হইয়াছ

بِهٖ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝ قَالَتْ

বেহী অইন্না- লাফী শাক্কেম্ মেম্মা- তাদউনানা— এলায়্‌হে মোরীব। কা-লাৎ

যে-আদেশসহ আর আমরা ত তদ্বিষয়ে অতি সন্দেহের মধ্যে (পড়িয়া) রহিয়াছি যাহার (অর্থাৎ যে-দীনের) দিকে তোমরা আমাদিগকে ডাকিতেছ। (তখন উহাদিগকে) বলিয়াছিল

رُسُلُهُمْ أَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط

রোছোলোহুম্ আফেল্লা-হে শাক্কোন্ ফা-তেরেছ্ছামা-ওয়া-তে অল্‌-আর্‌দে,

উহাদের পয়গাম্বরগণ (তোমাদের) আল্লাহ্‌(র থাকার) মধ্যেও কি সন্দেহ রহিয়াছে যিনি আছমান ও জমীনের সৃজনকারী

يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلٰى أَجَلٍ

য়্যাদ্‌উকুম্ লেয়্যাগ্‌ফেরা লাকুম্ মেন্ জোনূবেকুম্ অইয়্যোআখ্‌খেরাকুম্ এলা— আজালেম্

তিনি তোমাদিগকে (নিজের দিকে) ডাকিতেছেন যাহাতে তোমাদের গোনাহগুলিকে (তিনি) মাআফ্ করিয়া দেন আর তোমাদিগকে (তিনি নিশ্চিন্তভাবে) দুনিয়াতে থাকিতে দেন এক নির্দ্ধারিত

مُّسَمًّى ط قَالُوْا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ط تُرِيْدُوْنَ أَنْ

মোছাম্মা, কা লূ— ইন্ আন্তুম্ ইল্লা- বাশারোম্ মেছ্‌লোনা-, তোরীদূনা-, আন্

সময় পর্য্যন্ত, (ইহা শুনিয়া) উহারা (তখন) বলিতে লাগিল তোমরা ত আমাদের (ই) মতই মানুষ, তোমরা ইচ্ছা করিতেছ যে

تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ

তাছোদ্দূনা- আম্মা- কা-না য়্যা'-বোদো আ-বা—ওনা- ফা'-তূনা- বেছোল্‌তা-নেং

তাহাদের (পূজাপাঠ) হইতে আমাদিগকে বাধা দান কর যাহাদের পূজা করিয়া আসিয়াছে আমাদের পিতৃপুরুষেরা অতএব (নিজেদের দাবীতে যদি তোমরা সত্য হও তবে) তোমরা আনিয়া দেখাও আমাদিগকে (আমাদের ইচ্ছা মোতাবেক) কোন (পরিষ্কার) সুস্পষ্ট

(৩) এ-স্থলে কোরআনী শব্দের দুইটী তাৎপর্য্য রহিয়াছে,—একটী أيديهم "আয়্‌দেয়্যাহুম্"-এর এবং দ্বিতীয়টী أفواههم "আফ্‌ওয়া-হেহিম্"-এর। এই উভয় তাৎপর্য্যের লক্ষ্যস্থল নিরূপণ করিতে ভাষ্যকারগণ বহু সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের কেহ কেহ উভয় তাৎপর্য্যেরই লক্ষ্যস্থল পয়গাম্বরদিগকে, আর কেহ কেহ কাফেরদিগকে স্থির করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ 'আয়্‌দেয়্যাহুম্'-এর তাৎপর্য্যের লক্ষ্যস্থল কাফেরদিগকে এবং 'আফওয়াহেহিম্'-এর তাৎপর্য্যের লক্ষ্যস্থল পয়গাম্বরদিগকে

مُّبِيْنٍ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

মোবীন। কা-লাৎ লাহুম্ রোছোলোহুম্ ইন্ নাহ্‌নো ইল্‌লা- বাশারোম্ মেছ্‌লোকুম্

মোজেযাহ। উহাদের পয়গাম্বরগণ উহাদিকে বলিল যে নিঃসন্দেহ আমরা তোহাদেরই মত মানুষ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ

অলা-কেন্‌নাল্‌লা-হা য়্যামোন্নো আলা- মাই-য়্যাশা—য়ো মেন্ এবা-দেহী, অমা- কা-না

কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুকম্পা (প্রকাশ) করিয়া থাকেন (অর্থাৎ তাহাকে পয়গাম্বরী খেদমত দ্বারা ছরফরাজ করিয়া থাকেন), আর সাধ্য নাই

لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ

লানা— আন্ না'-তেয়্যাকুম্ বেছোল্‌তা-নেন্ ইল্‌লা- বেএজ্‌নেল্‌লা- অআলাল্‌লা-হে

আমাদের যে আমরা কোনও মো'জেযাহ্ তোমাদিগকে আনিয়া দেখাইতে পারি আল্লার বিনা হুকুমে, আর আল্লারই উপর

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ

ফাল্‌য়্যাতাঅক্কালেল্ মো'-মেনূন। অমা- লানা— আল্-লা-হ্ নাতাঅক্কালা

(সমস্ত) ঈমানদারগণের ভরসা রাখা উচিত। (৪) আর আমাদের জন্য কি (ওজর) আছে যে আমরা ভরসা রাখিব না

عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ

আলাল্‌লা-হে অকাদ্ হাদা-না- ছোবোলানা-, অলানাছ্‌বেরান্না-, আলা- মা—

আল্লার উপর কারণ আমাদের (এই) তরিকাসকল (যেগুলির উপর আমরা চলিতে রহিয়াছি) তিনিই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, আর (এ-পর্য্যন্ত আমরা সেগুলির উপর ছবর করিয়াছি এবং আগামীতেও) নিশ্চয় আমরা সেগুলির উপরও ছবর করিতে থাকিব যাহাতে যাহাতে

اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

আ-জায়্‌তোমূনা-, অআলাল্‌লা-হে ফাল্‌য়্যাতাঅক্কালেল্ মোতাঅক্কেলুন। ع

তোমরা আমাদিগকে কষ্ট দিতে রহিয়াছ, আর ভরসাকারীগণের উচিৎ যে আল্লারই উপর ভরসা রাখে।

ع ২ ১৪ রুকু

স্থির করিয়াছেন। অথচ সকলেরই সিদ্ধান্তের সার এই দাঁড়ায় যে, কাফেরগণ পয়গাম্বরদিগের কথা মান্য করে নাই, পয়গাম্বরদিগকে দীন এসলামের কথা বলিতে দেয় নাই অথবা পয়গাম্বরদিগের কথার উপর খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া ছিল উহা এপর্য্যন্ত যে, হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাফেরগণ নিজেদের মুখ (হস্তদ্বারা) বন্ধ করিয়া ছিল, অথবা পয়গাম্বরগণের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাঁতে আঙ্গুল কাটিয়া ছিল।

(৪) অর্থাৎ—আমাদেরও আল্লার প্রতি ভরসা রাখিয়াছে যে, তিনি মো'জেযাহ দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে আমাদিগকে তোমাদের উপর বিজয়ী করিবেন।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا

অকা-লাল্‌লাজীনা কাফারূ লেরোছোলেহিম্‌ লানোখ্‌রেজান্নাকুম্‌ মেন্‌ আর্‌দেনা—

আর নিজেদের পয়গাম্বরগণকে মোনকেরগণ বলিয়াছিল যে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব

أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

আওলাতাউদোন্না ফী মেল্লাতেনা—, ফাআও্‌হা— এলায়্‌হিম্‌ রাব্বোহুম্‌

কিম্বা তোমরা (হার মানিয়া) পুনরায় আমাদের মতে আসিবে, তখন অহী পাঠাইলেন পয়গাম্বরদিগের দিকে তাহাদের পালনকর্তা (এই) যে

لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۙ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ

লানোহ্‌লেকান্নাজ্‌জা-লেমীন ; অলানোছ্‌কেনান্নাকোমোল্‌-আর্‌দা মেম্‌ বা'-দেহিম্‌,

নিশ্চয়ই আমি (এই) ছেরকশদিগকে ধ্বংশ করিব। আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে বসাইব এই সরে-জমীনেই ইহাদের (ধ্বংশ হওয়ার) পর

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ

জা-লেকা লেমান্‌ খা-ফা মকা-মী অখা-ফা অয়ীদ। অছ্‌তাফ্‌তাহূ অখা-বা কুল্লো

এই ব্যবস্থা সেই ব্যক্তির জন্য আমার হুজুরে (স্বকীয় কার্য্যের জওয়াবদিহির জন্য) দণ্ডায়মান হইতে ভয় করিল আর ভয় করিল আমার আজাব হইতে। আর পয়গাম্বরগণ জয়-প্রার্থনা করিয়াছিল (যে উহাদের ও কাফেরগণের কলহ মীমাংসা হইয়া যায় তদনুযায়ী উহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইল) এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল প্রত্যেক

جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۙ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ

জাব্বা-রেন্‌ আনীদে—ম্‌ মেঙ অরা—এহী জাহান্নামো অইয়্যেছ্‌কা- মেম্‌-মা—এন্‌

ছরকশ শত্রুতাকারী। (ইহা ত দুনিয়ার শাস্তি) ইহার ছাড়া (উহাদের জন্য) দোজখ রহিয়াছে আর (তথায়) পান করানো যাইবে

صَدِيدٍ ۙ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ

ছাদীদে—ই-য়্যাতাজার্‌রায়োহূ অলা- য়্যাকা-দো ইয়্যোছীগোহূ অয়্যা-তাহেল্‌-মাওতো

পুঁজের পানি ;—উহা (সে) এক এক ঢোক পান করিবে অথচ তাহা গলধঃকরণ করিতে পারিবে না আর আসিবে তাহার মৃত্যু

مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ

মেন্‌ কুল্লে মাকা-নেঙ অমা- হোওয়া বেমায়্যেতেন্‌, অমেঙ অরা— এহী আজা-বোন্‌

(তাহার) প্রত্যেক স্থান হইতে অথচ (তত্রাচ) সে মরিবে না, আর ইহার ছাড়া (তাহার জন্য) আজাব(ও) রহিয়াছে

৮৮

فَلِيْظٌ ۝ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ

গালীজ। মাছালোল্লাজীনা কাফারু বেরাব্বেহিম্ আ'-মা-লোহুম্ কারামা-দেনেশ্তাদ্দাৎ

জঘন্যতর। তাহাদের মেছাল যাহারা নিজেদের পালনকারীকে মান্য করে নাই তাহাদের (নেক) আমলগুলি যেন ভস্ম(-এর স্তূপ) তাহাকে লইয়া উড়িল

بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ط لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ط

বেহের্‌রীহো ফী য়্যাওমেন্, আ-ছেফেন্, লা-য়্যাকদেরূনা মেম্মা- কাছাবূ আলা- শয়্এন্,

বাতাস ঝড়ঝাপ্টার দিনে, (অনুরূপই) যাহা (অর্থাৎ যে সৎকার্য্য) উহারা (দুনিয়ায়) করিয়াছে তাহা হইতে কিছুই উহাদের হাত লাগিবে না,

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ

জা-লেকা হোওয়াদ্দলা-লোল্ বায়ীদ। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা খালাকাছ-

ইহা(কে)ই প্রথম শ্রেণীর বিফলকাম (বলা হয়)। (হে আদম সন্তান!) তুমি কি (এ-বিষয়টীর প্রতি) লক্ষ্য কর নাই যে আল্লাহ্ সৃজন করিয়াছেন

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ

ছামা-ওয়া-তে অল্-আর্‌দা বেল্-হাক্কে, ইঈ-য়্যাশা'- ইয়োজহেবকুম্ অয়্যা'-তে

আছমান ও জমীনকে (নিশ্চয়ই) কোন উদ্দেশ্যে, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তোমাদের (সকল)কে মিটাইয়া হটাইয়া আনিয়া বসান

بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝ وَبَرَزُوْا

বেখাল্‌কেন্ জাদীদেঙ্— অমা- জা-লেকা আলাল্লা-হে বেআযীয। অবারাযূ

নূতন সৃষ্টিকে। আর এ-কাজ আল্লার প্রতি কঠিন নহে। আর (কেয়ামত-দিবসে) আল্লার সাম্‌না-সাম্‌নি বাহির হইয়া দণ্ডায়মান হইবে

لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا

লেল্লা-হে জামীআন্ ফাকা-লাদ্দোআফা—য়ো লেল্লাজীনাছ্তাক্‌বারূ— ইন্না-

সমস্ত লোক তখন যাহারা (দুনিয়ায়) গরীব (দুর্ব্বল) ছিল (তাহারা) তাহাদিগকে বলিবে যাহারা গর্ব্ব করিত আমরা ত

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ

কোন্না- লাকুম্ তাবাআন্ ফাহাল্ আন্তুম্ মোগ্‌নূনা আন্না- মেন্ আজা-বেল্লা-হে

তোমাদের পশ্চাদনুসরণ করিতাম অতএব (আজ) তোমরা সরাইয়া দিতে পার কি আমাদের উপর হইতে আল্লার আজাবের

مِّنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ

মেন্ শায়্এন্, ক্বা-লূ লাও্ হাদা-নাল্লা-হো লাহাদায়্না-কুম্, ছাওয়া—ওন্
(সামান্য) কিছু ? উহারা (তখন) বলিবে (আমরা ত নিজেরাই আজাবে লিপ্ত রহিয়াছি) যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে (নাজাতের কোন) পথ দেখাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদিগকে পথ দেখাইতাম, (এখন ত) একই সমান

৫ ৩ ১৫ রুকু

عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ع وَقَالَ

আলায়্না— আজ্বাযে'-না— আম্ ছাবার্না- মা- লানা- মেম্-মাহীছ। ৫ অক্বা-লাশ্-
আমাদের (তোমাদের) পক্ষে নাছবরীই করি আর ছবরই করি (আজাব হইতে) আমাদের কোন প্রকারেই নাজাত নাই। আর (তখন) বলিবে

الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

শায়্তা-নো লাম্মা- ক্বোদেয়্যাল্ আম্রো ইন্নাল্লা-হা অআদাকুম্ অ'-দাল্-হাক্ব্কে
শয়তান যখন (শেষ) ফয়ছালা হইয়া চুকিবে (শয়তানের ঘাড়ে দোষ চাপান হওয়ায়) যে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সহিত (যে) সত্য ওয়াদা করিয়া ছিলেন (তিনি তাহা পূর্ণ করিয়াছেন)

وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ

অআত্তোকুম্ ফাআখ্লাফ্তোকুম্, অমা- কা-না লেয়্যা আলায়্কুম্ মেন্ ছোল্তা-নেন্
আর আমিও তোমাদের সহিত ওয়াদা করিয়া ছিলাম কিন্তু আমি তোমাদের সহিত ওয়াদা-খেলাফী করিয়াছি, আর তোমাদের উপর ত আমার (কিছু) জবরদস্তী ছিল না

اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا

ইল্লা— আন্ দাআও্তোকুম্ ফাছ্তাজ্বাব্তুম্ লী, ফালা- তালূমূনী অলূমূ—
ছিল ত এই টুকু মাত্র যে আমি তোমাদিগকে (নিজের দিকে) আহ্বান করিয়া ছিলাম আর তোমরা আমাকে মানিয়া লইয়াছিলে, অতএব তোমরা আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইও না বরং তোমরা দোষ চাপাও

اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ

আন্ফোছাকুম্, মা— আনা- বেমোছ্রেখেকুম্ অমা— আন্তুম্ বেমোছ্রেখীয়্যা,
নিজেদের ঘাড়ে, (আজ) না-তো আমি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারি আর না তোমরা প্রার্থনা পূরণ করিতে পার,

اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ

ইন্নী কাফার্তো বেমা— আশ্রাক্তোমূনে মেন্ ক্বাব্লো, ইন্নাজ্জা-লেমীনা লাহুম্
আমি ত (মোটেই) মানিনা যাহা তোমরা আমাকে (ইহার) অগ্রে (দুনিয়ায় আল্লার) শরিক বানাইতে, ইহাতে সন্দেহ নাই যে যাহারা না-ফর্মান তাহাদিগের জন্য (কেয়ামত-দিবসে)

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

আজা-বোন্ আলীম্। অওদ্‌খেলাল্লাজীনা আ-মানূ অআমেলোছ্‌ছা-লেহা-তে

যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। আর দাখিল করান যাইবে (তাহাদিগকে) যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর তাহারা সৎকার্য্য(ও) করিয়াছে

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ

জান্না-তেন্ তাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহাল্ আন্‌হা-রো খা-লেদীনা ফী-হা- বেএজ্‌নে

(সেই বেহেশ্‌তের) বাগানসমূহে যেগুলির তলদেশে নদী সকল বহিতেছে (আর তাহারা) উহাতে (চির) চিরকাল থাকিবে তাহাদের

رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ

রাব্বেহিম্, তাহীয়্যাতোহুম্ ফী-হা- ছালা-ম্। আলাম্‌তারা কায়্‌ফা দারাবাল্লা-হো

পালনকারীর হুকুমে, তখন তাহাদের (দেখা সাক্ষাৎ-সময়ের) দোআ ছালাম (আলায়ক) হইবে। (৫) (হে নবি!) তুমি কি (এ-বিষয়ে) লক্ষ্য কর নাই যে কিরূপ (উত্তম) বর্ণনা করিয়াছে আল্লাহ্

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا

মাছালান্ কালেমাতান্ তয়্যইয়্যেবাতান্ কাশাজ্জারাতেন্ তয়্যইয়্যেবাতেন্ আছ্‌লোহা-

পবিত্র কলেমা(তাওহীদ)-এর দৃষ্টান্ত যে যেমন একটী পবিত্র বৃক্ষ (আর) উহার মূল

ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۙ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ

ছা-বেতোঙ্ অফার্‌য়োহা- ফেছ্‌ছামা—এ; তো'-তী— ওকোলাহা- কোল্লা হীনেম্

সুদৃঢ় আর উহার শাখা আকাশে;—সে নিজের ফল প্রদান করিয়া থাকে সকল সময়েই

بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

বেএজ্‌নে রাব্বেহা-, অয়্যাদ্‌রেবোল্লা-হোল্ আম্‌ছা-লা লেন্না-ছে লাআল্লাহুম্

তাহার প্রভুর হুকুমে, আর আল্লাহ বর্ণনা করিতেছেন দৃষ্টান্তগুলি লোকদিগের নিমিত্ত (এ-জন্য) যাহাতে উহারা

يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ

য়্যাতাজাক্কারূন। অমাছালো কালেমাতেন্ খাবীছাতেন্ কাশাজ্জারাতেন্

চিন্তা করে (বুঝে)। আর খারাপ কথা(অর্থাৎ কলেমায়ে শের্ক)-এর দৃষ্টান্ত খারাপ গাছের মতই

(৫) মর্ম্ম এই যে, বেহেশ্‌তীগণ যখনই যখনই পরস্পর মিলিত হইবেন, তখনই তখনই হর্ষচিত্তে আপোষে ছালাম আলায়ক্ করিবেন। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, তোমরা বজায় থাক। কিন্তু এই ছালাম বেহেশ্‌তীগণের ছালাম কি ফেরেশ্‌তাদিগের ছালাম; কারণ ফেরেশ্‌তাগণও বেহেশ্‌তীগণকে ছালাম করিবে। কোরআনের এক স্থলে আল্লাহ ফর্ম্মাইয়াছেন যে,—"আল্লাহও বেহেশতীগণকে ছালাম করিবেন। যথা—[সূ]রা ইয়াছীনের মধ্যে রহিয়াছে :— سلام قولا من رب رحيم "ছালা-মোন্ কাওলাম্ মের্‌রাব্বের্‌রাহীম।" আল্লাহ কি চমৎকার বান্দা-নওয়াজী!

خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ○

খাবীছাতেনেজ্‌তোছ্‌ছাৎ মেন্ ফাও্‌কেল্-আর্‌দে মা- লাহা- মেন্ ক্বারা-র্।
(যখনই যে ইচ্ছা করিল) মাটির উপর হইতে তুলিয়া ফেলিল (৬) তাহার ঠিক থাকা ত নাই-ই। (৭)

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا

ইয়োছাব্বেতোল্‌লা-হোল্‌লাজীনা আ-মানূ বেল্-ক্বাও্‌লেছ্‌ছা-বেতে ফেল্-হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা
আল্লাহ্ (ঈমানে) ছাবেত (কদম) রাখেন তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছে পরিপক্ব কথা (অর্থাৎ কলেমায়ে তাওহীদ)-এর বরকতে পার্থিব জীবনেও

وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ

অফেল্-আ-খেরাহ্, অইয়োদেল্লোল্লা-হোজ্‌জা-লেমীনা ; অয়্যাফ্‌আলোল্লা-হো
আর পরকালে(ও ছাবেত কদম রাখিবেন অর্থাৎ ছওয়াল-জওয়াবের সময়ে তাহাদের কোনও প্রকারের ভয়ের কারণ থাকিবে না), আর আল্লাহ গোমরাহ্ করেন না-ফর্মানদিগকে, আর করিয়া ছাড়েন আল্লাহ

ع ৪/১৬ রুকু

مَا يَشَاءُ ۩ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا

মা- য়্যাশা—য়ো ع আলাম্‌তারা এলাল্লাজীনা বাদ্দালু্নে’-মাতাল্লা-হে কোফ্‌রাও্
যাহা ইচ্ছা করেন। (হে নবি !) তুমি কি তাহাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা আল্লার নে’মতের পরিবর্ত্তে না-শোকুরী করিয়াছে

وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۚ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ

অআহাল্লূ ক্বাও্‌মাহুম্ দা-রাল্-বাওয়া-র্ ;—জাহান্নাম, য়্যাছ্‌লাও্‌নাহা-, অবে’-ছাল্
আর (অবশেষে) নিজেদের কওমকে লইয়া নামাইয়াছে ধ্বংসপ্রাপ্তির গৃহে ;—(অর্থাৎ) জাহান্নামে, (উহারা সকলে) উহাতে প্রবেশ করিবে, আর (উহা খুবই) কদর্য্য

الْقَرَارُ ○ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ

ক্বারা-র্। অজ্বাআলূ লেল্লা-হে আন্‌দা-দাল্ লেইয়োদেল্লূ আন্ ছাবীলেহী, ক্বোল্
স্থিতিস্থল। (৮) আর উহারা আল্লার মোকাবেলায় শরিক (অর্থাৎ অন্য পূজা-পাত্র) দাঁড় করিয়াছে যাহাতে (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে গোমরাহ করে, (হে নবি ! ইহাদিগকে) বল

(৬) اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ "এজ্‌তোছ্‌ছাৎ মেন্ ফাও্‌কেল্ আর্‌দে"-এর এক অর্থ যাহা আয়তের শব্দে প্রকাশ পায়, তাহা এই যে, মৃত্তিকার উপর (উপর) দিয়াই জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

(৭) অর্থাৎ—তাওহীদবাদীগণের কথা খুবই গ্রহণীয় এবং পরিপক্ব, আর কাফের ও মোশরেক-দিগের দাবী খুবই অন্তঃসারশূন্য।

(৮) অত্র আয়তে কোরেশ কাফেরগণের দিকে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ উহাদের মধ্য হইতে এক পয়গাম্বর প্রেরণ করতঃ উহাদের প্রতি খুবই উপকার করিয়াছিলেন। উহারা এই উপকারের বিনিময়ে আল্লার না-শোকুরী করিল এবং পয়গাম্বরের এ-পর্য্যন্ত বিরুদ্ধতা করিল যে, নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে মক্কা ছাড়িতে হয় এবং অবশেষে মুছলমানদিগের সহিত কাফেরগণের যুদ্ধ বাধিয়া যায়। কাফেরগণ পরাজিত হইয়া কতক যুদ্ধে নিহত এবং দেশত্যাগী হয়। কাফেরগণ দুনিয়াতে ত এই ভাবে বরবাদ হইল, আর আখেরাতে উহাদের জন্য ধরা রহিয়াছে—দোজখ।

تمتعوا فان مصيركم الى النار ۝ قل لعبادي الذين

তামাত্তাউ ফাইন্না মাছীরাকুম্ এলান্না-র্। কোল্ লেএবা-দেয়্যাল্লাজীনা
(আচ্ছা, কিছুদিন দুনিয়ায়) মজা উড়াও তারপর তোমাদিগকে দোজখের দিকে যাইতেই হইবে। (হে নবি !) আমার বান্দাগণকে বল যাহারা

امنوا يقيموا الصلوة وينفقوا مما رزقنهم سرا

আ-মানূ ইয়োকীমোছ্ছালা-তা অইয়োন্‌ফেকূ মেম্‌মা- রাযাক্‌না-হুম্ ছের্‌রাঁও,
ঈমান আনিয়াছে তাহারা (যেন) নামাজ পড়িতে থাকে আর তাহারা আমার দত্ত রুজীর মধ্য হইতে (আমার পথে যেন) খরচ করিতে থাকে গোপনে

وعلانية من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه

অআলা-নেয়্যাতাম্ মেন্ ক্বাব্‌লে আঈ-য়্যা’-তেয়্যা য়্যাওমোল্ লা- বায়্‌ওন্ ফীহে
এবং প্রকাশ্যে ইহার পূর্ব্বে যে আসিয়া উপস্থিত হয় (কেয়ামতের) দিন যাহাতে না-ত (আমলের) ক্রয়-বিক্রয় থাকিবে

ولا خلل ۝ الله الذي خلق السموت والارض وانزل

অলা- খেলা-ল্। আল্লা-হোল্লাজী খালাক্বাছ্ছামা-ওয়া-তে অল্- আর্‌দা অআন্‌যালা
আর না-ত বন্ধুতা (ভালবাসা) চলিবে। আল্লাহই রহিয়াছেন (এরূপ সর্ব্বশক্তিমান) যিনি সৃজন করিয়াছেন আছমান ও জমীনকে এবং বর্ষাইয়াছেন

من السماء ماء فاخرج به من الثمرت رزقا لكم ج

মেনাছ্ছামা—য়ে মা—আন্ ফাআখ্‌রাজা বেহী মেনাছ্ছামারা-তে বেয্‌কাল্‌লাকুম্,
আছমান হইতে পানি অতঃপর সেই পানির দ্বারা (বৃক্ষসমূহের) ফল বাহির করিয়াছেন (উহা) তোমাদের জীবিকা

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره ج وسخر

অছাখ্‌খারা লাকোমোল্-ফোল্‌কা লেতাজ্‌রেয়্যা ফেল্-বাহ্‌রে লেআম্‌রেহী, অছাখ্‌খারা
আর তোমাদের আয়ত্তাধীন করিয়াছেন নৌকাকে যাহাতে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে সমুদ্রে চলিতে থাকে। আর আয়ত্তাধীন করিয়াছেন

لكم الانهر ج وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ج

লাকোমোল্ আন্‌হা-র্। অছাখ্‌খারা লাকোমোশ্‌শাম্‌ছা অল্-কামারা দা—এবায়্‌ন্,
তোমাদের নদ-নদীগুলিকে(ও)। আর (এইরূপ এক দিক দিয়া) সূর্য্য ও চন্দ্রকে(ও) তোমাদের আয়ত্তাধীন করিয়াছেন যে উভয়েই ঘূর্ণীপাক খাইতেছে,

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ

অছাখ্‌খারা লাকোমোল্-লায়্‌লা অন্নাহা-র্। অআ-তা-কুম্ মেন্ কুল্লে মা- ছাআল্‌তোমূহো

আর (এইরূপ একদিক দিয়া) রাত্রি ও দিনকে(ও) তোমাদের আয়ত্তাধীন করিয়াছেন। আর তোমাদিগকে (তিনি তাহা) প্রদান করিয়াছেন যাহা কিছু তোমাদের তাঁহার কাছে আবশ্যক ছিল,

---

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ

অইন্ তাওদ্দূ, নে-মাতাল্লা-হে লা- তোহ্‌ছুহা-, ইন্নাল্-এন্‌ছা-না লাজালূমোন্

আর যদি তোমরা আল্লার দানের গণনা করিতে ইচ্ছা কর তবে তাহার (পুরা পুরা) গণনা করিতে পারিবে না, নিঃসন্দেহ মানুষ নিরতিশয় অবিচারী

---

৫ ৫/১৭ রুকু

كَفَّارٌ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا

কাফ্‌ফা-র্। ৫ অএজ্ ক্বা-লা এবরা-হীমো রাব্বেজ্‌আল্ হা-জাল্-বালাদা আ-মেনাঙ্

(এবং) খুবই না-শোক্‌রা। (৯) আর (হে মক্কার কাফেরগণ! সেই কথা স্মরণ কর) যখন দোআ করিয়াছিল এবরাহীম (আল্লাহ সমীপে যে) হে আমার পালনকারী এই (মক্কা) শহরকে নিরাপদ করুন

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝ رَبِّ إِنَّهُنَّ

অজ্‌নোব্‌নী অবানীয়্যা আন্‌না'-বোদাল্ আছ্‌না-ম্। রাব্বে ইন্নাহোন্না

এবং আমাকে ও আমার বংশধরগণকে ইহা হইতে (অর্থাৎ এই গোমরাহী হইতে) রক্ষা করুন যে বোৎগণকে পূজিতে লাগিয়া যায়। হে আমার পালনকারী নিঃসন্দেহ এই সকল বোৎ

أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ

আদ্‌লাল্‌না কাছীরাম্ মেনান্না-ছে, ফামান্ তাবেআনী ফাইন্নাহূ মেন্নী, অমান্

বিস্তর লোককে গোমরাহ করিয়াছে, (১০) অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিবে সে আমার মধ্যে, আর যে ব্যক্তি

---

(৯) নৌকা, নদী, সূর্য্য, চন্দ্র, রাত্র এবং দিবসকে মানুষের আয়ত্তাধীন করিয়া দিবার অর্থ এই যে, মানুষ এই জিনিষগুলির দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হয় এবং নিজেদের কাজ লইয়া থাকে। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জিনিষই আল্লার অধিকারে রহিয়াছে। এই সকল জিনিষের উপর মানুষের অধিকার লাভের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন।

নৌকার উপর মানুষের এই অধিকার রহিয়াছে যে, আমরা উহাকে যেদিকে ইচ্ছা চালনা করি অথবা নোঙ্গর করিয়া রাখি কিম্বা উহাকে জোরে চালাই অথবা আস্তে চালাই।

নদীর উপর মানুষের এই অধিকার রহিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে বাঁধ, সেতু এবং উহা হইতে স্বতন্ত্র নালা বাহির করিয়া আমরা উহার মূল আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারি।

সূর্য্য ও চন্দ্রের উপর মানুষের এই অধিকার রহিয়াছে যে, এতদুভয়ের কিরণ ও আলোক দ্বারা আমাদের বহু কার্য্য ও বহু উপকার সাধিত হয়, বন ও সমুদ্র পথে সূর্য্য ও চন্দ্রের দ্বারা আমরা দিক নির্ণয় করি, সূর্য্য ও চন্দ্রের সাহায্যেই আমরা মাস ও বৎসরের হিসাব গণনা করিয়া থাকি। রাত্র ও দিবসের উপর মানুষের অধিকার এই ভাবেরই।

(১০) যেহেতু লোক বোতের পূজা করিয়া থাকে, এই সম্পর্কেই গোমরাহ করিয়া দেওয়াকে

عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ

আছা-নী ফাইন্নাকা গাফুরোর্ রাহীম। রাব্বানা— ইন্নী— আছ্কান্তো মেন্

আমার না-ফর্ম্মানী করিয়াছে তবে আপনি ক্ষমাকারী দয়ালু। (১১) হে আমাদের পালনকারী আমি (আনিয়া) বসাইয়াছি

ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا

জোর্রীয়্যাতী বেওয়া-দেন্ গায়্রে জী-যার্এন্ এন্দা বায়্তেকাল্-মোহার্রামে, রাব্বানা-

নিজের কতক সন্তানকে (মক্কার এই) খোলা ময়দানে তোমার সম্মানিত গৃহের (অর্থাৎ কা'বাগৃহের) নিকটে যেখানে শস্য নাই হে আমাদের পালনকারী

لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ

লেইয়্যোকীমোছ্ছালা-তা ফাজ্আল্ আফ্এদাতাম্ মেনান্না-ছে তাহ্ভী—এলায়্হিম্

এই উদ্দেশ্যে যে (ইহারা এখানে) নামাজ পড়িবে অতএব আপনি এরূপ করুন যাহাতে লোকদিগের মন ইহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় (১২)

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝ رَبَّنَآ اِنَّكَ

অর্যোক্হুম্ মেনাছ্ছামারা-তে লাআল্লাহুম্ য়্যাশ্কোরূন। রাব্বানা— ইন্নাকা

আর আপনি (অন্য দেশের) উৎপন্নের দ্বারা ইহাদিগকে রুজী দিন যাহাতে ইহারা আপনার শোকর করে। হে আমাদের পালনকারী আপনার

تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ

তা'-লামো মা- নোখ্ফী অমা- নো'-লেনো, অমা-য়্যাখ্ফা- আলাল্লাহে মেন্ শায়্এন্

(সমস্তই) জানা আছে যাহা (অর্থাৎ যে-মতলব) আমরা গোপন করি আর যাহা আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি, আর আল্লার পক্ষে গোপন নাই কোন বস্তুই

আল্লাহ্ বোতের দিকে সম্বন্ধ করিয়াছেন। নচেৎ বোৎ-পোরস্ত প্রকৃত প্রস্তাবে গোম্রাহ হইয়াছে নিজের ভুলের দরুণ, আর বোৎ বোৎ-পোরস্তগণের গোম্রাহী উপলক্ষ মাত্র।

(১১) এইরূপই মনে হইতেছে যে, হজরত এবরাহীম প্রথমতঃ নিজের ও নিজের বংশধরদের সম্বন্ধে দোআ করিয়াছেন, তারপর ওম্মতের মধ্য হইতে যাহারা তাঁহার অনুগামী ছিল, তাহাদিগকেও দোআয় সামিল করেন। ইহাই স্বাভাবিক। কারণ—

اول خویش - بعدهٔ درویش

"অগ্রে নিজের—তৎপর ফকীরের"।

(১২) হজ্বের জন্য গমনে—ইহাতেই লোকের অন্তঃকরণ মক্কাবাসীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে যে, হজ্বযাত্রীগণ তখন ভাবে—হজ্ব করিতে যাইতেছি। কাজেই হজ্বযাত্রীগণ মক্কাবাসীর সহিত বহুকিছু সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া এমনই ত মক্কাবাসীদিগের দুনিয়ার মুছলমানের নিকট হইতে বহু সাহায্য পৌছিয়াই থাকে।

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي

ফেল্‌-আর্‌দে অলা- ফেছ্‌ছামা—এ। আল্‌-হাম্‌দো লেল্‌লা-হেল্‌লাজী অহাব্‌লী

(যাহা) জমীনে এবং (যাহা) আছমানে রহিয়াছে। (১৩) আল্লার শোকর যিনি দান করিয়াছেন আমাকে

عَلَى الْكِبَرِ إِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ ط إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

আলাল্‌-কেবারে এছ্‌মা-য়ীলা অএছ্‌হা-ক, ইন্‌না রাব্বী লাছামীওদ্দোআ—এ।

বৃদ্ধ অবস্থায় (দুই পুত্র) এছমাইল ও এছহাক, নিঃসন্দেহ আমার পালনকারী দোআ শ্রবণ করেন।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ

রাব্বেজ্‌আল্‌নী মোকীমাছ্‌ছালা-তে অমেন্‌ জোর্‌রীয়্যাতী, রাব্বানা- আতাকাব্বাল্‌

হে আমার পালনকারী আমাকে শক্তিদান করুন যে আমি নামাজ পড়িতে থাকি আর (শুধু আমাকে নয়, বরং) আমার বংশধরগণকে(ও), হে আমাদের পালনকারী আর কবুল করুন

دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ

দোআ—এ। রাব্বানাগ্‌ফের্‌ লী অলেওয়া-লেদায়্‌য়্যা অলেল্‌-মো'মেনীনা য়্যাও্‌মা

আমার দোআ। হে আমাদের পালনকারী ক্ষমা করিবেন আমাকে এবং আমার মাতা-পিতাকে ও সমস্ত ঈমানদার (বান্দা)কে যে দিবস

يَقُومُ الْحِسَابُ ع وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

য়্যাকূমোল্‌ হেছা-ব্‌। ع অলা- তাহ্‌ছাবান্‌নাল্‌লা-হা গা'ফেলান্‌ আম্মা- য়্যা'-মালোজ্‌-

(কৃতকার্য্যাবলীর) হিসাব-নিকাশ (লওয়া) হইবে। আর (হে নবি!) তুমি এরূপ ধারণা করিও না যে আল্লাহ্‌ অনবগত

৬ / ১৮ রুকু

---

(১৩) হজরত এবরাহীমের দুই বিবি ছিল—ছারাহ্‌ ও হাজেরাহ্‌। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে মনোমিল ছিল না। তজ্জন্য হজরত এবরাহীম, হাজেরা এবং হাজেরার পুত্র হজরত এছমাইলকে তথায় লইয়া আসিলেন—যেস্থানে এক্ষণ মক্কা শহর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই প্রকাশ্য ত হজরত এবরাহীমের শাম দেশ হইতে আগমনের কারণ হইতেছে—তাঁহার দুই বিবির মধ্যে মনোমালিন্য বা কলহ-ঝগড়া। কিন্তু আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পর্ব্বতময় মক্কায় অদ্বিতীয় আল্লার পূজাপাঠের প্রতিষ্ঠা করা।

الظّٰلِمُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ

জা-লেমূন। ইন্নামা- ইয়োআখ্খেরোহুম্ লেয়্যাওমেন্ তাশ্খাছো ফী-হেল্

(এই) জালেমগণের (অর্থাৎ মক্কার কাফেরদিগের) কার্য্যাবলী সম্বন্ধে। (এই যে ত্বরিত ইহাদের উপর আজাব নাজেল হইতেছে না তাহার কারণ কেবল) ইহা ভিন্ন নয় যে আল্লাহ্ ইহাদিগকে সেই দিন পর্য্যান্তের অবকাশ দিতে রহিয়াছে যখন কি

الْاَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ

আব্ছা-রো ;—মোহ্‌তেয়ীনা মোক্‌নেয়ী রোউছেহিম্ লা- য়্যার্তাদ্দো এলায়্হিম্

চোখগুলি উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া যাইবে,—ভয়ে ভীত অবস্থায় নিজেদের মস্তক উত্তোলিত করণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে না উহাদের দিকে

طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۝ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ

তার্‌ফোহুম্, অআফ্‌এদাতোহুম্ হাওয়া—ও। অআন্‌জেরেন্‌না-ছা য়্যাওমা

উহাদের দৃষ্টি আর উহাদের অন্তঃকরণগুলি নিপতিত অবস্থায় থাকিবে। আর (হে নবি!) লোক-দিগকে সেই দিন(-এর আগমন) হইতে ভীতিপ্রদর্শন কর

يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ

য়্যা'-তীহেমোল্‌-আজা-বো ফায়্যাকূলোল্লাজীনা জালামূ রাব্বানা— আখ্‌খের্‌না—

যখন কি তাহাদের প্রতি আজাব আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন যাহারা না-ফর্ম্মানী করিতে রহিয়াছে (বিনয়-ক্রন্দন সহকারে) বলিবে যে হে আমাদের পালনকারী আমাদিগকে অবকাশ দিন

اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ

এলা—আজ্বালেন্ ক্বারীবেন্, নোজ্বেব্‌দা'-অতাকা অনাত্তাবেয়ের্‌রোছোলা, আওয়া লাম্

(আর) যৎকিঞ্চিৎ সময়ের, (তাহা হইলে আগামীতে) তোমার আহ্বানের সাথে সাথেই আমরা উঠিয়া দাঁড়াইব এবং পয়গাম্বরদিগের অনুসরণ করিতে থাকিব, (তখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে) তোমরা কি

تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝ وَّسَكَنْتُمْ

তাকূনূ— আক্‌ছাম্‌তুম্ মেন্ ক্বাব্‌লো মা- লাকুম্ মেন্ যাওয়া-ল্। অছাকান্‌তুম্

(সেই লোক) নও যে (ইহার) অগ্রে কছম খাইতে (ও একে অন্যকে বলিতে) যে তোমাদের কোন প্রকারের বিলুপ্তি নাই ; আর (তোমরা কি সেই লোক নহ যে) অবস্থান করিতে তোমরাও

فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

ফী মাছা-কেনেল্লাজীনা জালামূ আন্‌ফোছাহুম্‌ অতাবায়য়্যানা লাকুম্‌ কায়্‌ফা

তাহাদেরই গৃহে যাহারা (আমার না-ফর্ম্মানী করিয়া) নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছিল আর তোমাদের প্রতি (ইহাও) প্রকাশ পাইয়া ছিল যে আমি কিরূপ

فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ○ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ

ফাআল্‌না- বেহিম্‌ অদরাব্‌না- লাকোমোল্‌ আম্‌ছা-ল্‌। অক্বাদ্‌ মাকারূ মাক্‌রাহুম্‌

(ব্যবহার) করিয়াছিলাম ইহাদের সহিত আমি তোমাদের (বুঝ দানের) জন্য (অনেক কিছু) মেছাল(ও) বর্ণনা করিয়াছি। আর উহাদের চাল চলিতে থাকে

وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ط وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ○

অএন্দাল্লা-হে মাক্‌রোহুম্‌, অইন কা-না মাক্‌রোহুম্‌ লেতাযূলা মেন্‌হোল্‌-জেবা-ল্‌।

অথচ উহাদের (সমস্ত) চাল আল্লার দৃষ্টিপথে ছিল, আর যদিও উহাদের চালগুলি (এরূপ) ছিল যে পাহাড়গুলিকে স্ব স্ব স্থান হইতে নাড়িয়া দিত (কিন্তু কোনও ফন্দী সম্মুখে আসে নাই)।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ط إِنَّ اللَّهَ

ফালা- তাহ্‌ছাবান্নাল্লা-হা মোখ্‌লেফা ওয়া'-দেহী রোছোলাহু, ইন্নাল্লা-হা

অতএব (হে নবি !) তুমি এরূপ মনে করিও না যে আল্লাহ্‌ তাঁহার পয়গাম্বরগণের সহিত যে ওয়াদা করিয়া চুকিয়াছেন তাহা খেলাফ করিবেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌

عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ○ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

আযীযোন্‌ যোন্তেক্বা-ম্‌। য়্যাওমা তোবাদ্দালোল্‌-আরদো খায়্‌রাল্‌-আরদে

জবরদস্ত (এবং) প্রতিশোধগ্রহণকারী। (কিন্তু এই প্রতিশোধ ত পুরা পুরা রকম সেই দিন গ্রহণ করা হইবে) যেদিন (এই) জমীনকে বদলাইয়া অন্য প্রকারের জমীন করিয়া দেওয়া হইবে

وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

অছ্‌ছামা-ওয়া-তো অবারাযূ লেল্লা-হেল্‌ ওয়া-হেদেল্‌ ক্বাহ্‌হা-র্‌। অতারাল্‌-মোজ্‌রেমীনা

আর (অনুরূপই) আছমানকে(ও) এবং সমস্ত লোক এক আল্লাহ্‌ (এবং) জবরদস্তের সম্মুখে (জওয়াব দিহীর জন্য নিজের নিজের স্থান হইতে) বাহির হইয়া দাঁড়াইবে। আর (হে নবি !) তুমি

يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ

য়্যাওমায়েজেম্ মোক্বার্‌রানীনা ফেল্-আছ্‌ফা-দ্। ছারা-বীলোহুম্ মেন্ ক্বাতেরা-নেঙ্

সে দিবস যে (লৌহ-) শৃঙ্খলে জড়িত অবস্থায় রহিয়াছে। উহাদের গন্ধকের জামা হইবে

وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۙ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ

অতাগ্‌শা- ভোজুহাহোমোন্‌না-র্ ;— লেয়্যাজ্‌যেয়্যাল্‌লা-হো কোল্‌লা নাফ্‌ছেম্

আর উহাদের মুখগুলিকে আগুনে ঢাকিবে। (এ-সমুদয় কষ্ট) এ জন্য যে আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদান করেন

مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ

মা- কাছাবাৎ, ইন্‌নাল্‌লা-হা ছারীওল্-হেছা-ব্। হা-জা- বালা-গোল্‌লেন্‌না-ছে

তাহাদের কর্ম্মফল, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ত্বরিত হিসাবগ্রাহী। ইহা (এই কোরআন) লোকদিগের জন্য এক এত্তেলা-নামা

وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ

অলেইয়্যোন্‌জারূ বেহী অলেয়্যা'-লামূ— আন্‌নামা- হোওয়া এলা-হোঙ্

আর (ইহার নাজেল করার মধ্যে) এই উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে ইহার দ্বারা লোকদিগকে (আল্লার আজাব হইতে) ভয় দেখানো যাইবে আর যাহাতে (সমস্ত লোক) বুঝিতে পারে যে আল্লাহ্‌ই অদ্বিতীয়

وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

ওয়া-হেদোঙ্ অলেয়্যাজ্জাক্কারা উলোল্ আল্‌বা-ব্। ৫২

মা'বুদ আর এজন্য যাহাতে যাহারা জ্ঞানী (তাহারা) উপদেশ গ্রহণ করে।

৫ ৭ ৯৯ রুকু

ছুরা—হাজ্বর্ মক্কায় অবতীর্ণ হয়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝

বিছমিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্।

অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।

এই ছুরায় ৬ রুকু এবং ৯৯ আয়ত।

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ۝

আলেফ-লা—ম্-রা-, তেল্‌কা আ-য়্যা-তোল্-কেতা-বে অকোর্‌আ-নেম্ মোবীন

আলেফ-লা—ম্-রা-, এই কেতাব (এলাহী) কোরআনের কতিপয় আয়ত যাহার মর্ম্ম সুস্পষ্ট (অর্থাৎ সকলেই বুঝিতে সক্ষম)।

পরিশিষ্ট

১৩শ পারা—অমা—ওবারে্ব্বো

সূচী-পত্র

বিষয়— পৃষ্ঠা